NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২৯ তারিখ মানুষকে লাইনে দাঁড় করানোর বদলা নেবেন : অভিষেক

পৃঃ ২

কলকাতা ২২ এপ্রিল ২০২৬ ৮ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.04.2026, Vol.19, Issue No. 310, 8 Pages, Price 3.00

অধিকারী পরিবার উৎখাত করবেনই, চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মূলত পূর্ব মেদিনীপুরের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে সম্পর্কের সমীকরণ। একদা যাঁদের চোখ বন্ধ করে ভরসা করেছিলেন সেই অধিকারী পরিবারই এখন মমতার বিরোধী। মঙ্গলবার হলদিয়ার সভা থেকে সেই অধিকারী পরিবারকে তুলোধোনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীতে মেদিনীপুরের দায়িত্ব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেবেন বলে জানিয়ে অধিকারী পরিবারকে উৎখাতের ডাক দিলেন তিনি।

মঙ্গলবার হলদিয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে নাম না করে সেই অধিকারী পরিবারকে তুলোধোনা করলেন মমতা। তিনি বলেন, 'নীলবাতি, লালবাতি লাগিয়ে গাড়িতে সবাই ঘুরছে। তোমাদের এত অহংকার! একভাই এমপি, একভাই এমএলএ, পুরো পরিবারকে ঢেলে দিয়েছ। আমাদের পরিবারে আমি ছাড়া আর কেউ বিধানসভা ভোটে দাঁড়ায়নি।' এরপরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অধিকারী পরিবারের ক্ষোভের কথা বলেন মমতা। বলেন, 'ওর উপর কিসের এত রাগ? আমি বলে যাচ্ছি, আগামিদিনে মেদিনীপুরের দায়িত্ব পাবে অভিষেকই।' বুঝিয়ে দিলেন, ধীরে ধীরে ব্যাটন সেনাপতির হাতেই দেবেন তিনি। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, অধিকারী পরিবারকে উৎখাত করবেনই।

কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিকবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জগদ্দলের সভা থেকে বিস্ফোরক দাবি করলেন তিনি। বলেন, 'আমার কেন্দ্রের তিনটে ওয়ার্ড বেছে নিয়েছে সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে ছাপ্পা করাবে!' তবে এভাবে তাঁকে বিপাকে ফেলা যাবে না, তাও বুঝিয়ে দিলেন মমতা। বলেন, 'যেখানে তুমি গন্ডগোল করবে, আমি গিয়ে হাজির হব। তুমি আটকাও আমাকে।'

এদিন জগদ্দলে সোমনাথ শ্যামের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করেন তিনি। সেখান থেকেই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মমতা। বলেন, তআমার কেন্দ্রের তিনটে ওয়ার্ড বেছে নিয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে ছাপ্পা করাবে! তার মধ্যে ৭৭, ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড আছে। সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে ছাপ্পা করাবে। এমন ধাপ্পা দেব না, বুঝবে ঠ্যালা। ধোঁকার ডালনা খাওয়াব। বিচুটি পাতার ঝোল খাওয়াব। তুমি আমাকে চেনো না। যেখানে তুমি গন্ডগোল করবে, আমি গিয়ে হাজির হব। তুমি আটকাও আমাকে! আমাকে তুমি ব্যান করবে? আমাকে ব্যান করলে সারা ভারত, সারা পৃথিবী দেখাবে!'

'বিজেপি বলছে ঝুট, করছে লুঠ'

■ **'বিজেপি বলছে ঝুট, করছে লুঠ'। মঙ্গলবার টিটাগড় লুমটেক্স জুটমিল মাঠে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে তিনি বলেন, নন্দীগ্রাম থেকে একজন পর্যবেক্ষককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ও' তো লুট করে জেতে। 'ও' তো মানুষের ভোটে জেতে না। তৃণমূল সুপ্রিমোর হুংকার, ভ্রষ্টাচারী, দুরাচারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, ভোট কাটারি, এঁদেরকে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশ থেকে তাড়ানো দরকার। গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'ওরা টার্গেট করেছে বাংলা। আমরা দখল করবো বাংলা। বাংলার পর দিল্লি।' তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায়, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, দিল্লি চলো। নেতাজির ছবি সামনে রেখে তাঁরা দিল্লি দখল করবেন।**

ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করার স্বপ্ন কখনও পূরণ হবে না: শাহ

বুবুন মুখোপাধ্যায়

আসানসোল: ভোটের শেষবেলায় পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে আগুন জ্বালালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সুকনায় জনসভা থেকে তিনি গোর্খা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়ে স্পষ্ট জানালেন, 'বাংলায় আমাদের সরকার গঠিত হলেই ছ'মাসের মধ্যে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই সব দাবি মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

গোর্খাদের উদ্দেশে আবেগঘন বার্তায় শাহ বলেন, 'গোর্খারা দেশের গর্ব। অথচ এতদিন শুধু ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই, আর তা পূরণও করি।' একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে তাঁর অভিযোগ, 'ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় বাধা দেওয়া হয়েছে বারবার। পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে চায় না বর্তমান সরকার।'

২০১৭-র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা হয়েছে। আমাদের সরকার এলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সব মামলা তুলে নেওয়া হবে।' তাঁর দাবি, এতে ঘরছাড়া মানুষ ঘরে ফিরতে পারবেন 'মাথা উঁচু করে।'

চা-শ্রমিকদের প্রসঙ্গেও বড় ঘোষণা করেন শাহ। তাঁর বক্তব্য, 'দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে পাঁচশো টাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। প্রত্যেক পরিবারকে জমির অধিকার দেওয়া হবে।' পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়েও একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা শোনান তিনি, 'নতুন শিল্পাঞ্চল, চিকিৎসা পরিকাঠামো, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। পাশাপাশি আশ্বাস, 'গোর্খাদের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, আমরা বড় ভাইয়ের মতো পাশে থাকব।'

অন্যদিকে, এদিনই আসানসোলের কুলটির সভামঞ্চ থেকে পাহাড়ের বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের সমর্থনও চোখে পড়ে। বিশ্লেষকদের মতে, শেষ মুহূর্তে এই প্রতিশ্রুতির ঝড় পাহাড়ের ভোট-সমীকরণে প্রভাব ফেলতেই পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন কুলটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার অজয় পোদ্দারের সমর্থনে জনসভা করেন অমিত শাহ। সভায় তাঁর ভাষণে আগাগোড়াই ছিল তৃণমূল সরকারের সমালোচনা। তিনি বলেন, 'এই সরকার বিগত বছরগুলিতে যতরকম দুর্নীতি করতে হয়, সবই করেছে। সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়, যুবসমাজকে চাকরির কোনও দিশা দেখায়নি, উল্টে যোগ্য চাকরি প্রাপকদের সাথে বেইমানি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা তছরূপ করেছে। চাকরি চুরি, রেশন দুর্নীতি-সহ সমস্ত প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করেছে। এই বিধানসভা ভোটের পর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গড়বে। ৪ মে ফল ঘোষণা হওয়ার পর এই সমস্ত দুর্নীতিবাজদের বেছে বেছে জেলে পাঠানো হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে প্রচার করছে বিজেপি সরকার এলে বর্তমানে সমস্ত প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কোনও প্রকল্পই বন্ধ হবে না। উল্টে বিজেপি সরকার প্রত্যেক বছর এক লক্ষ যুবককে চাকরির সংস্থান দেবে। বাম এবং তৃণমূল আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত চট কারখানা আবার চালু করা হবে। মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর করার যে প্রকল্পের প্রয়োজন তাও চালু করা হবে।'

অমিত শাহ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবে রেখেছেন এবার তৃণমূল রাজ্য দখল করার পর, অতি শীঘ্রই তার ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করবেন। কিন্তু এই স্বপ্ন তার কোনওদিন পূরণ হবে না।' তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার বললে মুখ্যমন্ত্রী হবেন যিনি, এই পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে পড়াশোনা করেছেন এবং বাংলাভাষী।

প্রথম দফায়

- ১৬টি জেলায় ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ।
- ৪৪ হাজার ৩৭৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র।
- ২,৯৫৮টি অক্সিলিয়ারি বুথ।
- মোট ১,৪৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
- যার মধ্যে ১৬৭ মহিলা ভোটার।
- ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং।
- সবচেয়ে ছোট কেন্দ্র মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ (প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার ভোটার)।
- সবচেয়ে বড় পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর (প্রায় ২ লক্ষ ৯৬ হাজারের বেশি ভোটার)।

মদ বিক্রির নিষেধাজ্ঞা অবাক সিইও

■ **কলকাতায় ভোট ২৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায়। নিয়ম বলছে, ভোটের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মদের দোকান বন্ধ হবে। অথচ সোমবার সন্ধ্যা থেকেই মহানগরের সব দোকানে ঝুলছে তালা। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সাফ জানান, 'আমরা কলকাতায় বন্ধ করতে বলিনি। এক্সাইজ কমিশনার কার কথায় এই কাজ করলেন, তাঁকে জবাব দিতে হবে।' কমিশনের এক কর্তার মন্তব্য, 'এটা ভুল নয়, চাল। দায় আমাদের ঘাড়ে ফেলে মানুষের বিরক্তি তৈরি করা হচ্ছে।'**

বাইকে বিধিনিষেধ

■ **শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বাইক ব্যবহারে কড়াকড়ি আনল কমিশন। ভোটের দু'দিন আগে থেকে মোটরসাইকেল মিছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কমিশন। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত বাইক চালানো যাবে না। দিনের বেলাতেও পিলিয়ন বসানো নিষেধ। তবে চিকিৎসা, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা স্কুলের পড়ুয়াদের আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় থাকছে। ভোটের দিন বুথে যেতে পরিবারের সদস্য নিয়ে যাওয়ার অনুমতি মিলবে।**

'কিছু সীমা কখনই লঙ্ঘন করা উচিত নয়, পরিণতি হয় ভয়ানক'

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: কিছু সীমা কখনওই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তার পরিণতি হতে পারে ভয়ানক। ২০২৫ সালে ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় আরও এক বার পাকিস্তানকে স্মরণ করিয়ে পোস্ট করেছে ভারতীয় সেনা। বুধবার এই হামলার এক বছর হবে। তার আগে সেনার তরফে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বলা হয়, 'যখন মানবতার সীমা লঙ্ঘন করা হয়, তার পরিণতি হয় ভয়ানক। তাই কিছু সীমা কখনওই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। বিচার অবশ্যই পাওয়া যায়।'

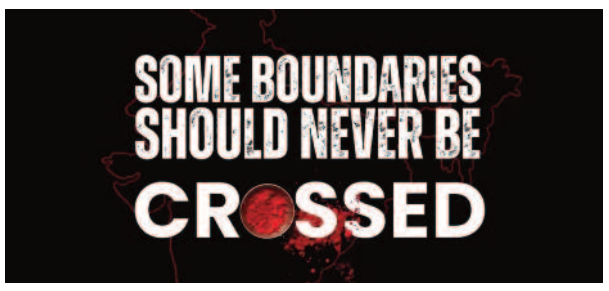

ওই পোস্টের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে অনেকটা অপারেশন সিঁদুর-এর ছবির আদলে। সেই ছবিতে রয়েছে ভারতের মানচিত্র। তার উপরে লেখা, 'কিছু সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয়।' তার ঠিক নীচেই লেখা, 'ভারত কখনও ভুলবে না।' ওই ছবি দিয়ে পহেলগাঁও হামলার জবাব অপারেশন সিঁদুরের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই ঘটনা যে গোটা ভারত কখনও ভুলবে না, তা-ও উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, পহেলগাঁওয়ে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটনস্থলগুলিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনী এবং পুলিশকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন, তা খতিয়ে দেখতে প্রশাসন, পুলিশ এবং সেনার শীর্ষকর্তাদের বৈঠক হয়েছে। পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যটনস্থলে থাকা দোকানদার-সহ অন্যদের পরিচয় সংবলিত কিউআর কোড লাগানো হচ্ছে। পর্যটকেরা ওই কোড স্ক্যান করে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সংস্থা, খাবার বিক্রেতা সকলের পরিচয়, ঠিকানা সব কিছু জানতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালে ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গিরা হামলা চালায়। সেই হামলায় ২৬ জন নিহত হয়েছিলেন। সেই হামলার জবাবে সিঁদুর অভিযানে নামে সেনা। পাক ভূখণ্ডে ঢুকে জঙ্গিদের বহু ডেরা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর সেই অভিযানকে ঘিরে ভারত-পাক সামরিক সংঘাত শুরু হয়। সেই সংঘাতে পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দিয়েছে ভারত। পহেলগাঁওকাণ্ডের এক বছর হওয়ার ঠিক এক দিন আগেই সিঁদুর অভিযানের কথা স্মরণ করিয়ে ভারতীয় সেনা লিখল, কিছু সীমা কখনওই লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

PUBLIC NOTICE

I, Debopriya Chowdhury, wife of Rohit Agarwal, residing at 1/23 Prince Golam Md. Road, 5th floor, Kolkata–700026, hereby declare that the names Debopriya Chowdhury, Debopriya Ch Agarwal, and Debopriya Chowdhury Agarwal refer to one and the same person. Henceforth, all these names shall be treated as identical for all purposes.

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম চন্দনগরের জেলা ডেলিগেট আদালত।
রেফারেন্স-অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং. ৩০/২০২৫
হোসেনআরা, স্বামী মৃত সাবির আলি
সাকিম-সেগুনবাগান লেন, পোঃ তেলেনিপাড়া (ফৈয়াজ কলোনি), থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৫ ....দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সাবির আলি, পিতা মৃত আব্দুল কুদ্দুস, সাকিম- সেগুনবাগান লেন, পোঃ তেলেনিপাড়া (ফৈয়াজ কলোনি), থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী গত ইংরাজী ১৬/ ৮/ ২০২৪ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার ত্যক্ত আদিত্য ট্রান্সলিঙ্ক লিমিটেড মিলে থাকা গ্র্যাচুইটি মানি ১৩৭৪৯০ টাকা (এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চারশত নব্বই টাকা) (Mills : Shyamnagar Jute Factory (North Mill) Bhadreswar, Hooghly, Pin-712124, West Bengal) পাইবার জন্য অত্র সাকসেশান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
Monojit Chakraborty
সেরেস্তাদার
17/01/2026

Rizwan Shahid
উকিলবাবু

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
সাকসেশান কেশ ৩৯/২০২৩
রিনা পাল .... দরখাস্তকারী
ধার্য্য দিন-২৩/৪/২৬

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুড়গুড়িপাল থানার অন্তর্গত খইরুল্লারচক, ফুলপাহাড়ী গ্রামের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত **পরেশমনি দাস** এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

(A) SCHEDULE)

Railway Pension A/c No. 8836104894, Rs. 5,50,000/- of Post office of Nabadwip Dham, in the name of Paresmoni Das.

অনুমত্যানুসারে,
বরুন কুমার সাঁতরা (সেরেস্তাদার),
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১) আব্দুল রহিম, ২) আব্দুল সাল্লাম, উভয়ের পিতা - সেখ মোবারক মন্ডল, **৩) আজগার আলি,** পিতা - মরহুম মহম্মদ ফকির, সকলের পেশা - চাষাদী, সর্ব্ব সাং - কুতমহল, পোঃ - বেলুন, থানা - পাড়ুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। বিগত ইংরাজীর ২২/০১/২০১৫ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV - ০৯/২০১৫ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আমাকে **নূর মহম্মদ,** পিতা - মরহুম তাহের আলি, সাং- পান্ডুয়া কোটালপুকুর, পোঃ ও থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ডি.এস.আর ১ হুগলী অফিসে ১৮/০৯/২০১৫ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৮০১০/২০১৫ নং দলিল মূলে **১) সেখ দিল মহম্মদ,** পিতা - সেখ সোলেমান, সাং - মটকপুর পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ মহাশয়কে সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা ভায়রা, জে. এল. নং - ১০২, হাল. এল. আর. ১০৯৪, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ নং খতিয়ানে সাবেক দাগ হাল ৫০৪ নং দাগে শালি জমি ১. আনায় ৮ শতকের মধ্যে ৬.২ (ছয় দশমিক দুই) শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **শ্রী পার্থ প্রতীম ঘোষ,** পিতা- রামচন্দ্র ঘোষ, যে উক্ত দখলি জমি নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি. এল. এন্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে মিউটেশন কেস নং ৪১৯৬/২০১৬ এর জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-সেখ নুর মহম্মদ (আমমোক্তার)

এতদ্বারা জানানো যায়, আমি মহঃ নাসিম গত ইং- ১০.০২.২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে দলিল নং-I-711/2021 মূলে আমার বিক্রেতা মনিকা কর্মকার, স্বামী বিপুল চন্দ্র কর্মকার কর্তৃক এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার নং-VI-169/15, তাং- 06.10.2015 প্রদত্ত আমমোক্তার গ্রহীতা অভিনাশ সাউ- এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-৫৪৯৯, এল.আর. দাগ- ৪৬১৪, জমির পরিমান ০১ কাঠা ০৮ ছটাক।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
বিনীত
মহঃ নাসিম

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বিশ্বজিত ঘোষ, পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ, ঠিকানা- মাথাপুররোড ২য় লেন, নবদ্বীপ, নদীয়া। আমার গত ২০/০১/২৬ তারিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ পিঠদলিল হারিয়ে গেছে যাহার (Deed No-1-02791 of 2012, Serial No-02758 of 2012, মৌজা-20 নং, খতিয়ান- R.S. 5235 L.R. 23411, দাগ নং- R.S. 4460/ 10586 LR 6920) (Nabadwip P.S-GDE No-1725 Date- 31/03/26) যদি কেহ আমার এই পিঠদলিল টি পেয়ে থাকেন তাহলে উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় অথবা এই ফোন নং ৭৭৯৭০৪১৭৯৯ যোগাযোগ করিলে।

Change of Name

I, **H JAGDEEP SINGH VIRDI @ JAGDEEP SINGH VIRDI H** S/o HARJIT SINGH, residing at H.No.- 109/45, Dewanmaro, Ward No.- 12, P.O.- Nimpura, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN - 721 304 shall henceforth be known as **JAGDEEP SINGH VIRDI** as declared Before the Notary Public at Kharagpur vide Affidavit No. N/04, Dated 20/04/2026. **H JAGDEEP SINGH VIRDI @ JAGDEEP SINGH VIRDI H** and **JAGDEEP SINGH VIRDI** both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11360 নং এফিডেভিট বলে আমি Santu Mukhopadhyay S/o. Amal Mukhopadhyay (old name) R/o. Dakshinpara, Benabharui, Sugandhya, Chinsurah, Hooghly- 712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Santu Mukhopadhyay S/o. Amal Mukhopadhyay নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Santu Mukherjee S/o. Amal Kumar Mukherjee (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Santu Mukherjee S/o. Amal Kumar Mukherjee (now deceased) & Santu Mukhopadhyay S/o. Amal Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11357 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanchita Saha (old name) W/o. Suvendu Das & D/o. Narayan Chandra Saha, R/o. Amdabad Malir Bagan, Khalisani, Polba, Hooghly- 712138, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sanchita Saha নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sanchita Das (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sanchita Das & Sanchita Saha W/o. Suvendu Das & D/o. Narayan Chandra Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/04/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 600 নং এফিডেভিট বলে আমি Santosh Kumar Yadav (old name) S/o. Late Bikhari Yadav, R/o. Prantik 3rd Lane, Debanandapur, Bandel, Vtc. Manushpur, Manaspur, Chinsurah, Hooghly- 712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Santosh Kumar Yadav নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Santosh Yadav (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Santosh Yadav & Santosh Kumar Yadav S/o. Late Bikhari Yadav, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/04/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 861 নং এফিডেভিট বলে আমি Sova Das (old name) W/o. Late Kamraj Malay Kuravan, R/o. Lalbaba Ashram, Manushpur, Bandel, Chinsurah, Hooghly- 712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sova Das নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sova Devi Malay Kuravan (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sova Devi Malay Kuravan & Sova Das W/o. Late Kamraj Malay Kuravan, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/04/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 860 নং এফিডেভিট বলে আমি Sova Devi Malay Kuravan W/o. Late Kamraj Malay Kuravan, R/o. Lalbaba Ashram, Manushpur, Bandel, Chinsurah, Hooghly- 712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Sapna Malaikkuravan) পাসপোর্টে (XXXX2095) আমার স্বামী/কন্যার পিতার সঠিক নাম Kamraj Malay Kuravan-এর পরিবর্তে Kamraj Das লিপিবদ্ধ আছে। আমার স্বামী/কন্যার পিতা Kamraj Malay Kuravan & Kamraj Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 13/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6980 নং এফিডেভিট বলে আমি Uttam Kumar Das S/o. Badal Chandra Das ও Uttam Das S/o. Badal Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/04/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 486 নং এফিডেভিট বলে আমি Malay Malik S/o. Trilochan Malik ও Malay Kr. Malik S/o. T. Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/04/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 485 নং এফিডেভিট বলে আমি Ramendra Nath Ghosh S/o. Rabindra Nath Ghosh ও Ramendra Ghosh S/o. R Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং- ৩, বিএল নং-১৩৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৫০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে এপ্রিল। ৮ই বৈশাখ। বুধ বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র এর বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

২৯ তারিখ মানুষকে লাইনে দাঁড় করানোর বদলা নেবেন: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: আগামী ২৯তারিখ বাংলায় দ্বিতীয় দফার নির্বাচন।সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের সমর্থনে সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তনু কোনারের সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি ও কাটোয়া বিধানসভার প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলকোটের প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরী এবং বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝাঁ।

এদিন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে জনসভা মঞ্চ থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক। সভামঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, গত ১২ বছরে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের উন্নয়নের নির্দিষ্ট হিসাব তুলে ধরতে হবে। ভাতারের কোনও পরিবারে কেন্দ্রীয় সরকারের কী কাজ হয়েছে, তা তথ্য-প্রমাণ-সহ দেখানোর আহ্বান জানান তিনি। একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের ১৫ বছরের উন্নয়নের সঙ্গে সেই হিসাব তুলনাও করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার ১০০দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে, আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা, রাস্তা, জল ও শিক্ষা খাতে অর্থ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন অভিষেক। এই নির্বাচনকে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের এবং প্রতিশোধের ভোট বলেও ব্যাখ্যা করেন তিনি।

নোটবন্দি থেকে শুরু করে লকডাউন,বিভিন্ন ইস্যুতে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে।সেই অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ২৯ তারিখের ভোটের দিন আবার লাইন দেবেন আর সেই লাইনের মধ্য দিয়েই সব কিছুর জবাব দিতে হবে। গরম ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে যাতে সবাই ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটদানে অংশ নেয় সেই আবেদন জানান তিনি। বিজেপি প্রার্থীদের নির্বাচনের আগে ঘরে ঘরে গিয়ে বিভিন্ন কাজ করার প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ভোটের আগে যতটা সম্ভব তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। ভোটের পর আর তাঁদের দেখা যাবে না বলেও দাবি করেন।

সভায় তিনি আরও বলেন, একদিকে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার মানুষ, অন্যদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও বিভিন্ন সংস্থা। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলকে হারানো যাচ্ছে না। এদিন অভিষেকের সভায় কর্মী সমর্থকদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মত।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে পুলিশ পর্যবেক্ষক বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে পুলিশ পর্যবেক্ষক বদল করল নির্বাচন কমিশন। ২৩ এপ্রিল ভোটের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়িয়েছে।

কমিশনের নির্দেশে নন্দীগ্রামের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে হিতেশ চৌধরিকে। তাঁর নিয়োগপত্র সংশোধন করে তাঁকে সিইও দপ্তরে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে বলে কমিশনের নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। নতুন পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অখিলেশ কুমার সিংহকে। কমিশনের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং অবিলম্বে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

কেন এই হঠাৎ বদল, তা নিয়ে কমিশনের তরফে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে ভোটের আগে স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলিতে পর্যবেক্ষক বদল কমিশনের নজরদারিরই অংশ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। রাজ্যের অন্যতম হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। ভোটের আগে এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

চাকার নীচে শেষ, স্ত্রীর দেহ আগলে কান্না স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার রাতের বারুইপুর কেঁপে উঠল মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। পদ্মপুকুর বাইপাসের ব্যস্ত মোড়ে বেপরোয়া গতির বোলেরো পিক-আপ ভ্যানের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল একটি মোটরবাইক। বাইকে ছিলেন স্বামী, স্ত্রী ও ছোট সন্তান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ধাক্কার পর স্ত্রী ও শিশু গড়িয়ে ঢুকে যায় গাড়ির তলায়। অলৌকিক ভাবে প্রাণে বাঁচে শিশুটি। কিন্তু পিছনের চাকা পিষে দেয় মহিলাকে। ঘটনাস্থলেই নিথর হয়ে যান তিনি। রক্তমাখা দেহ কোলে নিয়ে রাস্তায় বসে থাকেন স্বামী। তাঁর আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে চারপাশ। খবর পেয়ে দ্রুত আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। পালানোর সময় স্থানীয়রাই ধরে ফেলেন চালক ও খালাসিকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বেপরোয়া গতি ও অসাবধানতাই এই মর্মান্তিক পরিণতির কারণ। স্থানীয়দের দাবি, ওই মোড়ে দ্রুত গতি-নিরোধক ও পর্যাপ্ত আলো বসানো হোক, যাতে আর কোনও সংসার এভাবে ভেঙে না যায়।

বেলডাঙা মামলায় নতুন মোড় প্রধান বিচারপতির কোর্টে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা অশান্তি মামলায় আইনি জটিলতা আরও গভীর হল। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ালে, বিষয়টি এখন প্রধান বিচারপতির বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে।

আদালতে শুনানির শুরুতেই বিচারপতিরা স্পষ্ট করেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের কঠোর ধারা প্রযোজ্য হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র প্রধান বিচারপতির। ফলে বর্তমান বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চালানো সম্ভব নয় বলেই তাঁরা মত দেন।

উল্লেখ্য, এই ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩৫ জনের মধ্যে ১৫ জনকে আগেই জামিন দিয়েছে বিশেষ আদালত। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগপত্র জমা দিতে পারেনি। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

তদন্তকারীদের বক্তব্য, এত গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্তদের এই পর্যায়ে মুক্তি দেওয়া তদন্তের পক্ষে ক্ষতিকর।

অন্যদিকে আইনি মহলের একাংশের মতে, যদি কঠোর ধারার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ না-থাকে, তবে জামিন বহাল থাকাই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন একটাই, প্রধান বিচারপতি কী সিদ্ধান্ত নেন। সেই রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ও আইনি মহল।

জীবনতলায় হামলা, ভাঙচুর আইএসএফ প্রার্থীর গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায় হঠাৎই অশান্তির বিস্ফোরণ। আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলামের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

দলীয় আহত কর্মীদের দেখতে যাচ্ছিলেন আরাবুল। অভিযোগ, দেউলি এলাকায় পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে ধরে হামলা চালানো হয়। ইট-পাটকেল ছোড়া থেকে শুরু করে লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ, সব মিলিয়ে তছনছ হয়ে যায় তাঁর গাড়ি। সঙ্গে থাকা কর্মী-সমর্থকদেরও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। আরাবুলের কথায়, 'আজ স্পষ্ট বুঝলাম, আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা হয়েছে। অস্ত্র দেখিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।' তাঁর আরও দাবি, 'ঘটনার সময় নিরাপত্তারক্ষীরা উপস্থিত থাকলেও হামলা থামেনি।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। যদিও পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও মনোনয়ন জমা দিয়ে ফেরার পথে তাঁর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। বারবার এই ধরনের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর। এখন নজর, প্রশাসন কত দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

সল্টলেকে হাসপাতালে আগুন, ধোঁয়ায় আতঙ্ক করুণাময়ীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের করুণাময়ী চত্বরে আতঙ্ক ছড়াল আনন্দলোক হাসপাতালে আগুন লাগায়। দোতলা থেকে হঠাৎই কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে ছুটোছুটি শুরু হয় রোগী ও আত্মীয়দের মধ্যে। ধোঁয়ায় দমবন্ধ অবস্থা তৈরি হতেই প্রাণভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন অনেকে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে রোগীদের নিরাপদে সরানোর কাজে হাত লাগান। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় পাশের বাড়িতে আগুন ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। দমকলের এক আধিকারিক জানান, 'সকাল দশটায় আগুনের খবর পেয়ে আমরা কাজ শুরু করি। করুণাময়ী মোড়ের এই বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রথম তলায় আগুন লেগেছিল।' প্রাথমিক ভাবে কারও আহত হওয়ার খবর নেই।

জাল নথি ছড়ানোর অভিযোগে কুণাল ও গর্গের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আবহে জাল নথি বিতর্কে সরাসরি নাম জড়াল দুই ব্যক্তির। সমাজমাধ্যমে ভুয়ো দলিল ছড়ানোর অভিযোগে কুণাল ঘোষ ও গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিধাননগর সাইবার অপরাধ দমন থানায় এফআইআর দায়ের করলেন বিজেপি নেত্রী শশী অগ্নিহোত্রী।

অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, দলের সরকারি চিঠির আদল নকল করে একটি ভুয়ো নথি তৈরি করা হয় এবং তা প্রথমে কুণাল ঘোষের ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে প্রকাশিত হয়। পরে গর্গ চট্টোপাধ্যায় সেটি ভাগ করে আরও বিস্তার ঘটান। শশীর বক্তব্য, 'এই জাল নথি ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে, উদ্দেশ্য স্পষ্ট, নির্বাচনের আগে আমাদের ক্ষতি করা।' তিনি আরও বলেন, পরিকল্পিত ভাবে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, এর নেপথ্যে কারা রয়েছে তা প্রকাশ্যে আনা জরুরি।

পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারীদের লক্ষ্য, নথিটি কোথায় তৈরি হয়েছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং কী ভাবে তা ছড়িয়ে পড়েছে, তার সম্পূর্ণ চিত্র সামনে আনা। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলেও, ঘটনার সত্যতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন তদন্তের ওপরই নির্ভর করছে।

ভোটে অভিযোগ জানাতে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু লোক ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নির্ভীক ভোট নিশ্চিত করতে ২৪ ঘণ্টার নাগরিক হেল্পলাইন চালু করল লোক ভবন। নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ বা তথ্য সরাসরি জানানোর জন্য এই পরিষেবা শুরু হয়েছে। লোক ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই এই হেল্পলাইনে যোগাযোগ করা যাবে। একাধিক নম্বর চালু করা হয়েছে, যাতে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়।

হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল ০৩৩-২২০০-১০২২, ০৩৩-২২০০-১০২৩, ০৩৩-২২০০-১০২৫, ০৩৩-২২০০-১০২৬, ০৩৩-২২০০-১০২৭, ০৩৩-২২০০-১০২৮, ০৩৩-২২০০-১০২৯, ০৩৩-২২০০-১০৩২ এবং ০৩৩-২২০০-১০৩৬।

এ ছাড়াও ই-মেল মারফত অভিযোগ জানানো যাবে [lokbhavan-bengalhelpline@gmail.com] (mailto-lokbhavanbengalhelpline@gmail.com) ঠিকানায়। ভোটের আগে নাগরিকদের সরাসরি অভিযোগ জানানোর সুযোগ করে দিয়ে নজরদারি আরও জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

মুখবই আলাপচারিতার বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২০২৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখবই আলাপচারিতা একটি সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন। সবাই বলেন মুখবই একটি গুণী পরিবার। ২০১৯ থেকে সাত বছর ধরে বাৎসরিক সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে চলেছে সফল ভাবে। গত ১৯ এপ্রিল রবিবার কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ঐতিহ্যবাহী প্রেক্ষাগৃহ রথীন্দ্র মঞ্চে একটি মনোমুগ্ধকর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নিজস্ব প্রকাশনীর সুন্দর প্রচ্ছদে মুদ্রিত মুখবই বার্ষিক পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা। এই পত্রিকায় প্রায় ১০০জন লেখকের লেখা বিভিন্ন কবিতা, গল্প , প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য লেখা স্থান পেয়েছে।

এদিন মঞ্চস্থ হয় শিশুবিভাগের একটি অপূর্ব নাটক ও সমবেত আবৃত্তির অনুষ্ঠান। এছাড়াও প্রায় চল্লিশ জন সংগীতশিল্পী এবং বারোজন নৃত্যশিল্পী নিয়ে দেবী কালীর দশটি রূপ নিয়ে একটি অভুতপূর্ব সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান দশমহাবিদ্যা পরিবেশিত হয়। এছাড়াও মঞ্চে সত্তর জন গুণী মানুষকে বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয় এবং চার জন ছাত্র ছাত্রীকে প্রতি বছর ছ'হাজার করে চার বছর ধরে স্কলারশিপের অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রত্যেকের হাতে ছ'হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়।

মুখবই সাহিত্য সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিভাগের মাধ্যমে সারা বছর ধরে সুস্থ সংস্কৃতি নিয়ে কর্ম করে চলেছেন। এই সংস্থার দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা সংগীত, আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটকের প্রশিক্ষণালয় দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। মুখবই আলাপচারিতা একটি স্বপ্ন গড়বার প্ল্যাটফর্ম এবং আগামীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার অনুপ্রেরণা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ এপ্রিল ২০২৬, ৮ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার

কলকাতায় ৫ বাহিনীর নজিরবিহীন জমায়েত

ভয় দেখানোর ছক: তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট শুরুর আগের সন্ধ্যায় কলকাতায় এক ঘরে দেখা গেল পাঁচ কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের। সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি ও এসএসবি, সব শাখার প্রধান একসঙ্গে। এমন ছবি আগে কোনও রাজ্যের ভোটে দেখা যায়নি। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে শাসক শিবির।

দ্বিতীয় দফার ভোটে রাজ্যজুড়ে মোট ২,৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ওই দফায় সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। তার পরেই রয়েছে একাধিক স্পর্শকাতর জেলা, যেখানে অতিরিক্ত নজরদারি রাখা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশ এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে ২৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

উল্লেখ্য,প্রথম দফার ভোটে মোট ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন। এই দফায় মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বাধিক ৩১৬ কোম্পানি বাহিনী রাখা হয়েছিল।কমিশন সূত্রে খবর, দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রেও স্পর্শকাতর ও সংঘর্ষপ্রবণ এলাকাগুলিতে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বুথভিত্তিক নিরাপত্তা, এরিয়া ডমিনেশন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার মত ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা থাকবে।ভোটের আগে ধারাবাহিক ভাবে বাহিনী মোতায়েন ও নজরদারি বাড়িয়ে কমিশন যে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে চাইছে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার বললেন, আগের বিধানসভায় ছিল ৮৪৫ কোম্পানি। এবার প্রায় তিন গুণ। এটা সুরক্ষা নয়, ভোটারকে চাপে রাখার বন্দোবস্ত। সাংসদ মহুয়া মৈত্রর প্রশ্ন, কাশ্মীর, মণিপুর থেকে জওয়ান তুলে এনে পহেলগাম হামলার বর্ষপূর্তিতে কী বার্তা দিচ্ছেন? জাতীয় নিরাপত্তা কি খেলার জিনিস?

সাকেত গোখলের হিসাব, মণিপুরের দাঙ্গায় বাহিনী ছিল ২৯০ কোম্পানি। বাংলায় আসছে তার দশ গুণ। লক্ষ্য একটাই, আতঙ্ক ছড়ানো, তাঁর দাবি।কমিশন অবশ্য অন্য যুক্তি দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য, গত ছয় বছরে দেশের ভোট হিংসার পঁয়ত্রিশ শতাংশই ঘটেছে বাংলায়। ২০২১ সালে ৫৮ জন মারা গিয়েছেন, হিংসা হয়েছে ৩০০টি। তাই এবার ২৪০০ কোম্পানি, অর্থাৎ ২ লক্ষ ৪০ হাজার জওয়ান। প্রথম দফায় প্রতি ১৪০ জন ভোটারের জন্য একজন জওয়ান থাকছেন। কাশ্মীর থেকে বুলেটপ্রুফ গাড়িও আনা হয়েছে।

সিআইএসএফ বলছে, প্রযুক্তি দিয়ে ভোট নিশ্ছিদ্র করতেই সমন্বয় দরকার। তৃণমূলের পাল্টা জবাব, দিল্লি থেকে বাংলা চালানোর জেদে সামরিক শাসনের মহড়া চলছে।

ভোটের বিধি ভাঙলে কড়া শাস্তি

সতর্কবার্তা-নির্দেশিকা জারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মরশুমে আচরণবিধি নিয়ে ফের কড়া বার্তা দিল মুখ্য নির্বাচনী দপ্তর। সরকারি কর্মী থেকে সাধারণ ভোটার, সবার জন্যই স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, নিয়ম ভাঙলেই অপেক্ষা করছে আইনি ব্যবস্থা।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি পদে থেকে কোনও প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করা চলবে না। এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড, দু'টিরই মুখোমুখি হতে পারেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। একইসঙ্গে সরকারি কর্মীদের নির্বাচনী কাজে পক্ষপাতিত্ব নিয়েও কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে।ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার ওপর জোর

দিয়ে বলা হয়েছে, ভোটের গোপনীয়তা নষ্ট করা গুরুতর অপরাধ। এই ক্ষেত্রে শাস্তির বিধানও রয়েছে স্পষ্টভাবে।

ভোটারদের ক্ষেত্রেও একাধিক সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। যেমন, ভোট দেওয়ার জন্য প্রলোভন দেওয়া বা নেওয়া দণ্ডনীয়। ভয় দেখিয়ে বা চাপ সৃষ্টি করেও ভোট প্রভাবিত করলে কঠোর শাস্তি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।এছাড়া ভুয়ো প্রচার নিয়েও সতর্ক করেছে কমিশন। প্রার্থীর ভাবমূর্তি নষ্ট করতে মিথ্যা তথ্য ছড়ালে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এই বার্তাও স্পষ্ট।

সব মিলিয়ে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নিয়মের বেড়াজাল আরও শক্ত করল প্রশাসন। এখন দেখার, মাটিতে তার কতটা প্রতিফলন ঘটে।

‘৪ মে তৃণমূল যাচ্ছে’, কলকাতায় দাবি অনুরাগের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপির দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলকে সরাসরি বিদায়ের দিনক্ষণ বেঁধে দিলেন পূর্বতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর দাবি, এই লড়াই মমতা বনাম জনতা। জনতা যখন রায় দেয়, তখন একতরফা দেয়। ৪ মে তৃণমূল যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীও যাচ্ছেন।

রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, পনেরো বছরেও এরা জনগণের সরকার হয়ে উঠতে পারেনি। এরা তৃণমূলের সরকার হয়েই রয়ে গেল। অনুরাগ ঠাকুরের কটাক্ষ, টিএমসি মানে সন্ত্রাস, অর্থ পাচার আর কাটমানি। পনেরো বছরের তোষণ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের জবাব মানুষ দেবে। পাশাপাশি ঘোষণা, ক্ষমতায় এলে বেকার যুবক-যুবতী ও মহিলারা মাসে তিন হাজার টাকা পাবেন। এক কোটি কর্মসংস্থান, চাকরির পরীক্ষায় পাঁচ বছরের ছাড়, প্রস্তুতির জন্য পনেরো হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

তাঁর তথ্য, দেশে বেকারত্ব পাঁচ শতাংশ, রাজ্যে পঁচিশ। স্নাতকোত্তর বেকারত্ব প্রায় সাতচল্লিশ দশমিক ছয় শতাংশ। এখানে চাকরি লুঠ হয়েছে, মেধা ঠকেছে। তাই তরুণরা বাইরে যেতে বাধ্য, মন্তব্য অনুরাগের।রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানান, উত্তরবঙ্গে আজ শেষ প্রচার। প্রধানমন্ত্রীকে মানুষ যেভাবে স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট, বাংলা বদল চায়। বৈঠক শেষে অনুরাগ সবার সঙ্গে বসে মাছ-ভাত খান।

‘কাকু ভ্যাটটার কী হবে?’ ছবিতে শাসককে কাঠগড়ায় তুললেন রুদ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের বাজারে এবার শিশুর মুখেই উঠল যন্ত্রণার প্রশ্ন। রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ দেখিয়ে এক খুদে জিজ্ঞাসা করছে, ‘কাকু ভ্যাটটার কী হবে, এত নোংরা?’ উত্তর নেই কারও কাছে। এই ছবিকেই সামনে এনে শাসক দলকে বিঁধলেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ।

তাঁর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সকাল আটটা চল্লিশের ফাঁকা রাস্তা, উড়ন্ত ধুলো, ভাঙা পুকুরপাড়, জল-কাদায় ডুবে থাকা ধানখেত। পুকুর ধ্বংস হচ্ছে দুর্গন্ধে। মাঠ-ঘাট, রাস্তা, সব জায়গায় একই দশা, বলছেন তিনি। সঙ্গে যোগ করেন, ‘সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার সময় বাচ্চারা বলছে, আমি স্কুলে যেতে চাই না। চারদিক এত নোংরা, গন্ধ লাগে।’

রুদ্রনীলের অভিযোগ, যাঁরা বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদেরই মার খেতে হয়েছে। প্রত্যেক বাড়ি, প্রত্যেক কোণে শুধু শাসক দলের দাপটের ছবি। তাঁর দাবি, এরা যা করার কথা ছিল, তা করেনি। করতে পারেও না নিজেদের মতো করে। তাই এদের সরাতেই হবে। নইলে সাধারণ মানুষের বাঁচা দায়।

স্থানীয়দের একাংশের গলাতেও ক্ষোভ। এক বাসিন্দার কথায়, সব ঘর ভাঙা, তবু বলছে বদলের দরকার নেই? সরকার বদল দরকার। এই সব ঠিক করতে সরকার বদল দরকার। রুদ্রনীলের সাফ বার্তা, মানুষ থাকুক, মানুষ বাঁচুক। কিন্তু এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। ভোটের মুখে নোংরা, দুর্গন্ধ আর ভাঙা পরিকাঠামোর ছবি তুলে ধরে শাসককে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন তিনি। উত্তর দেবে কে?

ভোটের জন্য বাস উধাও, পথে নাকাল যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের ধাক্কায় মঙ্গলবার থেকে রাস্তায় নামল বড় ভোগান্তি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ভোটকর্মীদের আনতে-নিতে তুলে নেওয়া হয়েছে প্রায় এক হাজার সরকারি বাস। সঙ্গে কয়েক হাজার বেসরকারি বাস ও স্কুল বাসও চলে গিয়েছে ভোটের কাজে। ফলে কলকাতা ও আশপাশের জেলায় অর্ধেকের বেশি বাস এখন রাস্তায় নেই।

সবচেয়ে চাপে ৭৮/১, ২৫৯, ২২৩, ৪০, ৪৫-এর মতো জরুরি রুট। এই সব পথে পঞ্চাশ থেকে আশি শতাংশ বাস উধাও। কোনও কোনও রুট আপাতত পুরো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস সংগঠনগুলি। ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোট। বাস মালিকদের দাবি, ৬ মে গণনা শেষ না-হলে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে না।

ধাক্কা লেগেছে স্কুলেও। ডিপিএস নিউ টাউন, বিড়লা হাই-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান আবার পর্দার ক্লাসে ফিরছে। অফিসযাত্রীদের অবস্থা আরও করুণ। ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে থাকা সুমনা মিত্র বললেন, দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। অটো তিন গুণ ভাড়া চাইছে। গড়িয়ার বাসিন্দা অমিতাভ দাসের কথায়, অ্যাপ-গাড়ি পাওয়াই যাচ্ছে না। পেলেও ভাড়া আকাশছোঁয়া।

বাস মালিকদের ক্ষোভও চড়া। এক সংগঠনের কর্তার বক্তব্য, তেলের দাম বাড়ছে, মেরামতির খরচ লাফিয়ে উঠছে। অথচ ভাড়া বাড়ছে না। ন্যায্য পাওনা না-মিললে গাড়ি চালাব কী করে? আপাতত যাত্রীদের কপালে শুধুই অপেক্ষা আর ভোগান্তি।

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটকে ঘিরে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার আকাশপথে চিকিৎসা পরিষেবার ভরসা রাখল নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। ভোটের দুই দফা, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল, মুখে রেখে ভাড়া করা হয়েছে বিশেষ চিকিৎসা-সজ্জিত হেলিকপ্টার।

প্রয়োজনে দ্রুত আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এক আধিকারিকের কথায়, যে কোনও বিপর্যয়ে সময় নষ্ট না-করে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করার জন্যই এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে উড়ান ও অবতরণের উপযোগী একাধিক স্থানের তালিকা প্রস্তুত। উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে বেশ কয়েকটি বিমানক্ষেত্র এবং হেলিপ্যাডকে এই পরিষেবার আওতায় রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আগাম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে প্রয়োজন পড়লেই পরিষেবা চালু করা যায়।

জানা গিয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় বিপুল ব্যয়ে এই উড়ন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সচল রাখা হবে। নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা ও তৎপরতার মাত্রা কতটা বাড়ানো হয়েছে, এই উদ্যোগ তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।ভোটের দিন ঘিরে নজরদারি আরও কড়া করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বিধিনিষেধ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী মোতায়েন, সব মিলিয়ে প্রশাসন প্রস্তুত কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ।

প্রথম দফার প্রচার শেষে বিধিনিষেধে নজরদারির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে নির্বাচনী বিধি মেনে এই পর্বের আসনগুলিতে সব রকম রাজনৈতিক প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। এই নীরবতা পর্বে বিধিনিষেধ যথাযথ ভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা সেবিষয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রচার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র থেকে বাইরের রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকদের এলাকা ছেড়ে যেতে হবে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নির্বাচনী প্রচারের সময় বিভিন্ন দল বাইরে থেকে কর্মী ও সমর্থক নিয়ে আসে। কিন্তু নীরবতা পর্বে তাঁদের উপস্থিতি ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে। সেই কারণেই ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই এই কড়াকড়ি কার্যকর করতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস এবং ধর্মশালায় ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে বাইরের লোকজনকে চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি জেলা ও আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নাকা চেকিং জোরদার করে তাঁদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ফ্লাইং স্কোয়াড, স্ট্যাটিক সারভেইলেন্স টিম এবং কুইক রেসপন্স টিমগুলিকেও সক্রিয় রেখে যে কোনও বিধিভঙ্গের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, এই নির্দেশ সাধারণ ভোটার বা স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুধুমাত্র বাইরের রাজনৈতিক কর্মী ও প্রচারকর্মীদের ক্ষেত্রেই এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে।

নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে কমিশন। ভোটের আগে নীরবতা পর্বে এই কড়াকড়ি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখারই অংশ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

উত্তরে ঝড়-জল, দক্ষিণে দহন, পারদ ছুঁতে পারে চল্লিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের প্রচারের শেষ লগ্নে আবহাওয়ার দুই রূপ দেখবে বাংলা। উত্তরবঙ্গে সপ্তাহভর ঝড়বৃষ্টি, আর দক্ষিণবঙ্গে চড়া রোদে বাড়বে অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণে আর্দ্রতাভরা গরম থাকবে। তার পর বজ্র-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে ৩৬ ডিগ্রির কাছে, সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রির আশপাশে। পূর্ব বিহার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখার জেরে এই গুমোট দশা।পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি থাকবে। পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাদ, বলছে হাওয়া অফিস। কলকাতা-সহ বাকি দক্ষিণবঙ্গে পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি ওপরে থাকবে।

বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গ মূলত শুকনো। রবিবার থেকে বজ্র-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। উলটো ছবি উত্তরে। বুধবার পর্যন্ত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বজ্র-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে। সপ্তাহান্তে মাঝারি বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে স্মারকলিপি সংগ্রামী মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে ঘিরে ভোটকর্মীদের সুরক্ষা ও ডাক-ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবি নিয়ে মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। রাজ্যের সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের এই মঞ্চের প্রতিনিধিরা দশ দফা দাবি তুলে ধরেন।

তাঁদের মূল বক্তব্য, ডাক-ভোট দিতে গিয়ে ভোটকর্মী ও পুলিশ কর্মীরা রাজ্যজুড়ে হয়রানির মুখে পড়েন। অনেকেই ভোট দিতে পারেন না। এই বিশৃঙ্খলা বন্ধ করে সবার ভোটদান নিশ্চিত করতে হবে। ডাক-ভোটের বাক্স জমা ও গণনা যেন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়, সেই দাবিও জানানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলের সদস্য অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রতিটি বিধানসভায় আলাদা নিয়মে ডাক-ভোট হচ্ছে। কমিশনকে এক নিয়ম চালু করতে হবে। এছাড়া ভোটকর্মীদের রাজনৈতিক চাপমুক্ত পরিবেশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা, প্রতিটি গণনা টেবিলে ক্যামেরা ও সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা, ভোটের পরের দিন কর্মীদের কর্তব্যরত দেখানো, স্বাস্থ্যকর খাবার-জল, ফেরার গাড়ি, বুথের বাইরে মোবাইল জমা নিতে আলাদা পুলিশ, এই সব দাবি উঠেছে।

কম্পটারে চড়ে জেলা সফর, নতুন নজির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মরসুমে রাজ্যের প্রশাসনিক তৎপরতায় এবার যোগ হল নতুন দৃশ্য। আকাশপথে একের পর এক জেলা ঘুরে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় দিনভর সফর সেরে মঙ্গলবারও তাঁর কর্মসূচি একই ছন্দে। বায়ুসেনার কম্পটারে চেপে কোচবিহার থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে পৌঁছে তিনি সরেজমিনে বুথ পরিদর্শন করেন। প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে ভোটের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেন।

কমিশন সূত্রের বক্তব্য, সময় বাঁচাতে এবং প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত নজরদারি নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। একই সঙ্গে আরও জানানো হয়েছে, এ ভাবে দ্রুত পরিদর্শনের ফলে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিশদ আলোচনা সম্ভব হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এই ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে কেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত তিনটি কম্পটার পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

কড়া বার্তা কমিশনের, ফোন বন্ধে ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের দিন দায়িত্বে গাফিলতি চলবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। কোচবিহারে প্রশাসনিক বৈঠকের পর তাঁর সতর্কবার্তা, গণ্ডগোলের সময়ে কোনও আধিকারিকের ফোন বন্ধ পাওয়া গেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। কোচবিহারের ন'টি বিধানসভা কেন্দ্রে সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি বুথে ভোটগ্রহণ হবে। অতীতের অশান্তির অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে এবার আগে থেকেই সতর্ক কমিশন। ইতিমধ্যে মোট বুথের এক-পঞ্চমাংশকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মনোজ কুমার আগরওয়ালের স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও দল গোলমাল করলে ছাড় নেই। বোমাবাজি হলে সংশ্লিষ্ট থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বহিরাগতদের উপস্থিতি নিয়েও কড়াকড়ি। তিনি আরও বলেন, ভোটকক্ষে একসঙ্গে দু'জন ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে যাবে কমিশনের কাছে।

কোচবিহারের পর মেদিনীপুরেও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়।কমিশনের এই কড়া অবস্থানের মাঝেই শেষ পর্যায়ের প্রচারে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দল। এখন নজর ২৩ এপ্রিল, পরীক্ষা, কতটা শান্তিপূর্ণ থাকে প্রথম দফা ভোট।

মাছ নিয়ে তৃণমূলের অপপ্রচার! বিভ্রান্তির রাজনীতিতে তথ্যের ধাক্কা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটের ময়দানে যখন ইস্যুর খরা, তখন আবেগই হাতিয়ার। সেই কৌশলেই এবার বাঙালির পাতের মাছকে টেনে আনা হয়েছে প্রচারের কেন্দ্রে। তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত, মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন, ওরা বহিরাগত। বাংলা মাছ আর ভাতের ওপর বেঁচে থাকে। আপনারা বাংলার মানুষকে বলছেন মাছ খেতে পারবে না, মাংস খেতে পারবে না, ডিম খেতে পারবে না, তবে তারা খাবে কী? এই বয়ান শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দাগিয়ে দেওয়া নয়, সমাজে পরিকল্পিত বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। কারণ সরকারি তথ্যই প্রমাণ করছে, এই প্রচার বাস্তবের ধারেকাছে নেই।

কেন্দ্রীয় মৎস্য দপ্তরের ২০২৫-২৬ সালের হিসেব বলছে, মাথাপিছু মাছ খাওয়ার নিরিখে দেশের প্রথম দশটি রাজ্যের সাতটিতেই শাসনক্ষমতায় ভারতীয় জনতা দল বা তাদের মিত্ররা। ত্রিপুরা, অসম, গোয়া, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের হাট-বাজারে ইলিশ, রুই, কাতলার চাহিদা তুঙ্গে। সেখানে খাদ্যাভ্যাস বদলায়নি, সংস্কৃতিও না। ফলে ‘ওরা মাছ খায় না’ বলে যে ভয় দেখানো হচ্ছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার ছাড়া কিছু নয়।

উৎপাদনের অঙ্ক আরও অস্বস্তিকর শাসকের জন্য। কেন্দ্রের খাতা বলছে, অন্ধ্রপ্রদেশের পরেই পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে উত্তরপ্রদেশ। গত পাঁচ বছরে সেখানে মাছ উৎপাদন বেড়েছে ৯৬ শতাংশ। যে রাজ্যকে প্রতিদিন ‘সাম্প্রদায়িক’, ‘পিছিয়ে পড়া’ বলে কাঠগড়ায় তোলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই রাজ্যই আজ মৎস্যচাষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভর্তুকি, নীল বিপ্লব প্রকল্প আর গ্রামীণ জলাশয় সংস্কারে ভর করে উত্তরপ্রদেশ মাছের বাজারে নিজের জায়গা

পাকা করছে।

এই তথ্যের মুখে দাঁড়িয়ে উত্তর কলকাতার মানুষ ক্ষুব্ধ। শ্যামবাজারের আইনজীবী দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় বললেন, মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলছেন, তা বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। এটা ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি। বাঙালিকে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা। হাতিবাগানের স্কুলশিক্ষিকা মল্লিকা গুপ্ত জানালেন, তআমার ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করে, ‘দিদি, সত্যিই কি ওরা মাছ খায় না?’ মিথ্যা প্রচার সমাজে বিষ ছড়ায়। বাগবাজারের মৎস্য আড়তদার সনাতন জানা বললেন, উত্তরপ্রদেশের মাছ না-এলে কলকাতার বাজার সামলানো দায়। তা হলে কে কার মাছ কাড়ছে? শোভাবাজারের অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী তপন সান্যালের মন্তব্য, কাজ, শিল্প, দুর্নীতি নিয়ে কথা নেই। আছে শুধু খাবার নিয়ে আতঙ্ক। এটা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা।

বিশ্লেষণ বলছে, খাদ্যাভ্যাসকে ‘বাঙালিয়ানা’র মোড়কে পুরে প্রতিপক্ষকে ‘বহিরাগত’ তকমা দেওয়া এক পুরনো কৌশল। উদ্দেশ্য, পরিচয়ের রাজনীতিকে উসকে দিয়ে ভোটের মেরুকরণ ঘটানো। কিন্তু এবার সেই কৌশল ধাক্কা খাচ্ছে তথ্যের দেওয়ালে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার আর কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট হয়, কোনটা বয়ান আর কোনটা বাস্তব। মাছ বাঙালির পাতে ছিল, আছে, থাকবে। প্রশ্ন হল, মাছের নামে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, তার দায় কে নেবে?

সম্পাদকীয়

সিভিক পুলিশ, ভিলেজ পুলিশদের ভোট থেকে দূরে রাখাটা কমিশনের মাস্টারস্ট্রোক

রোগটা ঠিক কোথায়, ধরে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন। তাই ওষুধটা পড়েছে একেবারে গোড়াতেই। আর এতেই ত্রাহি রব উঠেছে ঘাসফুল শিবিরে। যে ক'টা অস্ত্রে তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যে গত দেড় দশকে মৌরসিপাট্টা বানিয়েছে তার অন্যতম হল পুলিশ। পুলিশকে সাফল্যের সঙ্গে দলদাস বানানোর কাজটা শুরু হয়েছিল বাম আমলে। তাঁদের থেকেই ব্যাটনটা হাতে নিয়েছিলেন সিপিএমের রাজনীতি মনোযোগী ছাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি আর অন্য কিছু ভাবতে চাননি। সিপিএমের তৈরি করা সহজ রাস্তাতে হেঁটেই আজ তিনি পুলিশের ঘেরাটোপে বসে বাংলার জননেত্রী। পুলিশের পাশাপাশি তিনি আরও একটি অস্ত্রকে আবিষ্কার করেন। তার নাম সিভিক পুলিশ। এই তালিকায় আরও আছে ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ। বামেদের যেমন ছিল হোমগার্ড। যার আড়ালে দেদার ক্যাডারদের নামিয়ে দেওয়া হতো ভোটের ময়দানে। ঠিক সেভাবেই মা, মাটি, মানুষের নেত্রীও সিভিকের নামে একটা ক্যাডার গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছেন এই রাজ্যে। কিন্তু বিধি বাম, এইবার তার এই কৌশল ভেস্তে দিয়েছে কমিশন। কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কোনও সিভিক পুলিশ, গ্রিন পুলিশ বা ভিলেজ পুলিশ নির্বাচনের কাজে যুক্ত থাকতে পারবে না। ভোটের ডিউটি তো বটেই অন্য কোনও কাজেও ব্যবহার করা যাবে না এদের। প্রথম দফার ভোটের আগে এই ঘোষণা করেছে কমিশন । ওই কর্মীদের রিজার্ভ পুলিশ লাইনে পাঠাতেও বলা হয়েছে। রাজ্যের সিইও-র জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটের তিনদিন আগে থেকে তাদের সরিয়ে ফেলতে হবে।তবে ভোটের দিন তাঁরা সাধারণ পোশাকে এসে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ইউনিফর্ম পরে ভোটকেন্দ্রে আসার অনুমতি নেই তাঁদের, এমনই নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। খেয়াল করুন, ভোটের দিন তারা আসলেও সাদা পোশাকে আসতে হবে। ফলে এতদিন এরা ভোটের ময়দানে কী করেছে সব রিপোর্ট কমিশনের কাছে আছে। আর তাতেই এবার কপাল পুড়তে চলেছে ঘাসফুলের

শব্দছক ১৩৮

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. শিব-স্তুতির গান ৩. অঞ্চল সম্বন্ধিয় ৫. ত্রিফলার একটি ৬. জানকী ৭. যে মাসে দুইটি অমাবস্যা ৯. ফুলের বাগান ১০. সমতাহীন ১২. সদ্য নতুন ১৪. মাসের কাব্যরূপ ১৫. ষাঁড় ১৭. বিভিন্ন প্রকার ১৮. রক্ষাকারী
ওপর-নিচ: ১. গর্দভ ২. নয় মাত্রা বিশিষ্ট তাল ৩. সুখানুভূমি ৪. কলসী ৬. অনন্তসীমা ৮. দাদু ১১. শ্রদ্ধা ও সম্মান ১২. খনি ১৩. দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন ১৩. নিশানা

সমাধান ১৩৭ — পাশাপাশি: ১. বসন ৩. পাকাপাকি ৬. গগন ৭. তারা ৮. পনীর ১০. পাকা ১২. থর ১৩. প্রতিকার ১৫. ভারতিয়া ১৭. গনি ২০. বক্ষ ২১. চরম ২২. তিমি ২৪ নিপাট ২৫. ভুলবকা ২৬. কম্পিত

ওপর-নিচ: ১. বনপথ ২. নগর ৩. পানপাতিয়া ৪. পাতা ৫. কিরাত ৯. নীরভা ১১. কাকা ১৩. প্রতিক্ষণিকা ১৪. রগর ১৬. রব ১৮. নিমজ্জিত ১৯. প্রতিভূ ২১. চটক ২৩. মিল

আজকের দিন

- **১৯৯৮** — ফ্লোরিডায় ডিজনির বৃহত্তম একক থিম পার্কটি চালু হয়।
- **২০১৬** — বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবিলায় যুগান্তকারী পরিবেশ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
- **২০২৫** — জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও তৃণভূমিতে বন্দুকধারীরা পর্যটকদের ওপর হামলা চালায়, এতে ২৬ জনেরও বেশি নিহত হন, যা এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য সহিংস ঘটনা।

জন্মদিন

১৯১৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও কণ্ঠশিল্পী কাননদেবীর জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাম মাধবের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট লেখক চেতন ভগতের জন্মদিন।*

কাননদেবী

আসুন আজ ধরিত্রী দিবসে আমরা আবার শপথ নিই

অশোক সেনগুপ্ত

'এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য' ক'রে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন কবিসুকান্ত ভট্টাচার্য। নবজাতকের জন্য একটি নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার তাঁর ওই বাসনা*ছাড়পত্র' কবিতার*একটি যুগান্তকারী পঙক্তি। এর পর কেটে গেল প্রায় আট দশক। 'প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে' আমরা কতটা দূরে রাখতে পেরেছি বিনাশের আগ্রাসনকে?

'কবি লিখেছিলেন যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,'; এখানে কবি 'জঞ্জাল' বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন, সেই বিতর্কে না গিয়ে আজ ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবসে তাঁর ওই অঙ্গীকারকেই উপজীব্য করলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, এ ব্যাপারে আমরা সামগ্রিকভাবে কতটা সচেতন?

আকাশ-বাতাসে শুদ্ধ রাখার অঙ্গীকার কেবল এককভাবে কিছু নিষ্ঠাবান যোদ্ধা নন, রাজ্য, রাষ্ট্র, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও নেওয়া হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯৭২-এ সুইডেনের স্টকহোমে হয় পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘের প্রথম প্রধান শীর্ষ সম্মেলন। যার ফলস্বরূপ ইউনাইটেড ন্যাশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) তৈরি হয়। ১৯৯২ রিও ধরিত্রী সম্মেলনে আলোকপাত করা হয় স্থায়ী উন্নয়নের উপর। United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর পথ প্রশস্ত হয় এতে।

১৯৯৫ বার্লিন কপ১ (Conference of the Parties1)-এ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বৈশ্বিক আলোচনার সূচনা হয়। ওটি ছিল বায়ু দূষণ এবং এর স্বাস্থ্যগত প্রভাবের উপর বিশেষভাবে আলোকপাতকারী প্রথম বৈশ্বিক সম্মেলন। ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বায়ু দূষণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন। ২০২২-এ হয় ইউএনইএ-৫.২ (UNEA-5.2)। সেখানে ২০২৪ সালের মধ্যে প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে একটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি প্রণয়নে ঐক্যমত্যে আসেন অংশগ্রহণকারীরা।

খুব সুচারুভাবে না হলেও মূল আলোচনা চলতেই থাকে। আংশিক ভেস্তে যাওয়ার পর ২০২৫-এর ২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ইতালির রোমে COP16-এর একটি বর্ধিত অধিবেশন হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো অবশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সংরক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বছরে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের একটি প্রকল্পে সম্মত হয়।

তাতেও কেন ধরিত্রীকে বিপন্মুক্ত করার কাজে আমাদের দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে? সমস্যাগুলো কোথায়? নিষ্ঠাবান পরিবেশকর্মী সমীর বসুর কথায়, দুটি কঠিন প্রশ্ন আপাতত আমাদের সামনে ১) পরিবেশের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী সাধারণ মানুষ নাকি সরকার?

২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার সংগে উৎপাদন বৃদ্ধি এই দুটি কারণ জলাভূমি, নদীর চর বা নদীর তীরবর্তী জমির দখল হয়ে যাবার জন্য কতটা দায়ী এবং এর সমাধান কীভাবে হবে?

পরিবেশের অবনতির জন্য সাধারণ মানুষ এবং সরকার;উভয়ই কমবেশি দায়ী। এটি কোনও পক্ষের একক নয় বরং যৌথ ব্যর্থতা। সাধারণ মানুষের অসচেতনতা, ভোগবাদী জীবন, অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহার ও বর্জ্য সৃষ্টি এবং তার ব্যবস্থাপনা করতে না পারার প্রযুক্তির অভাব একে অপরের হাত ধরাধরি করে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে। তবে সরকারের ভূমিকা কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জনমানসে সচেতনতা বাড়ানোর দায় প্রধানত কিন্তু সরকারের। সরকারী পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নের জন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হলে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যৌথ প্রচেষ্টা অনেকটাই সফলতা পেত।

অন্য প্রশ্নটির উত্তরে বলতে হয় জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি এবং তার ফলশ্রুতিতে নতুন বসতি স্থাপন অবশ্যম্ভাবী এবং সেটি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেই চলবে কেননা তখন ব্যক্তিগত স্বার্থে গাছ কাটা এবং জলাভূমি ভরাট বা নদীতট বেদখল করার মতো কাজগুলো স্বাভাবিক ভাবেই ঘটতে থাকবে।

এ বিষয়ে সরকারী আবাসন ও উন্নয়ন নীতির সুস্পষ্ট প্রয়োগ জরুরি। কোন রাজনৈতিক কারণেই এর থেকে সরে আসা যাবেনা। উন্নয়নের নামে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব (ক্সজ্জঙ) ঠিকমতো যাচাই না করে কোনও প্রকল্প অনুমোদন করা চলবেনা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বনভূমি রক্ষায় পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া সরকারেরই অবশ্য কর্তব্য।

ঠিক একইভাবে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ সমানভাবে জরুরি। পরিবেশ রক্ষার লড়াই শুধু একা সরকারের নয়,এটি প্রত্যেকেরই নাগরিক দায়িত্ব।দ

বিশ্ব উষ্ণায়নের বাড়বাড়ন্ত দীর্ঘ দিন ধরেই চিন্তায় রেখেছে বিজ্ঞানীদের। সময় যত এগোচ্ছে, তত দূষণ বাড়ছে। আরও উষ্ণ হয়ে উঠছে পৃথিবী। তার ফলে জলবায়ু, আবহাওয়াতেও নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। তবে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের নেপথ্যে একটা বড় ভূমিকা যে রয়েছে সমুদ্রের, তা অনেকেই জানতেন না। সমুদ্র থেকে হু হু করে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস নির্গত হয়ে চলেছে। তাতেই আরও বেশি করে দূষিত হচ্ছে বাতাস। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই এই মিথেনের নিঃসরণ নিয়ে বিভ্রান্ত। কী ভাবে কেন সমুদ্র থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরোচ্ছে, এত দিনে তার হদিস পাওয়া গেল।

এ কথা জানিয়ে 'আনন্দবাজার ডট কম ডেস্ক' (১৭ এপ্রিল, ২০২৬) লিখেছে, 'সমুদ্রে মিথেনের উৎস নিয়ে গবেষণা করেছেন নিউ ইয়র্কের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে 'প্রসিডিং অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এ। সেখানেই সমুদ্রে মিথেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের দাবি, এমন এক জৈবিক প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের মধ্যে মিথেন উৎপন্ন হয়ে চলেছে, যা পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়লে আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে বিজ্ঞানীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গাঢ় করল এই গবেষণা।'

পরিবেশ বিপন্নতার জন্য দায়ী কে? সরকার না আম জনতা? এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদিতপ্রাণ পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, 'উত্তর পরিবেশের বিপন্নতার জন্য দায়ী সরকারের পরিবেশ বিরোধী নীতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন গুলি কার্যকরি না করার নিক্রিয়তা। সংবিধানে এবং আইনে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করা হয় সেই গুলি কার্যকরি করার সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আম জনতারও এই ব্যাপারে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা আছে। কারণ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে কতগুলি মৌলিক দায়িত্ব পালন করার নীতি ঘোষিত হয়েছে। নাগরিকরা মৌলিক অধিকার ভোগ করবে অথচ কোন ভাবেই পরিবেশ বিষয়ক সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন না করা এক ধরণের অপরাধ। সরকার যদি কোন আইন কার্যকরি না করে বা পরিবেশ বিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা অবশ্য কর্তব্য।'

লোকসংখ্যা আর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের বিপন্নতা কি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত? এ ব্যাপারে বিশ্বজিৎবাবুর উত্তর, 'একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুযায়ী জনগণকে সুযোগ-সুবিধা দিতে হয় এবং তার জন্যে দরকার সঠিক নীতি ও পরিবেশবান্ধব কার্যকারিতা। মানুষের অহেতুক ভোগস্পৃহা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশের ক্ষতির কারণ।'

বিশ্বজিৎবাবুর মতে, 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যেমন দরকার, ঠিক একই ভাবে রাষ্ট্রের উৎপাদন প্রক্রিয়াটি পরিবেশবান্ধব হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া হবে মানুষের প্রয়োজনীয় জীবন-যাপনের উপকরণ তৈরির জন্য, কখনোই সেটা মানুষের সীমাহীন লালসাকে পূরণ করার জন্য নয়। মহাত্মা গান্ধী যথার্থ ভাবেই বলেছিলেন দেশের সম্পদ মানুষের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু কোন ভাবেই মানুষের লোভের জন্য নয়।' আসলে বিষয়টির গভীরতা যেমন অসীম, তেমনই বহুমুখী। এর শুরু এবং শেষ কোথায়; তার সঠিক উত্তর বোধ হয় কারও জানা নেই। এককথায়, আমাদের প্রত্যেককে মর্মে মর্মে অনুভব করতে হবে। এ ব্যাপারে সবার মধ্যে ধারণাটা ছড়িয়ে দিতে ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর গেলর্ড নেলসন প্রথম বিশ্ব ধরিত্রী দিবস চালু করেন। মূল উদ্দেশ্য*পরিবেশ রক্ষা, বনভূমি উজাড় রোধ, এবং দূষণ কমানোর ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরি করা। কয়েক বছর ধরে এর মূল থিম 'প্ল্যানেট বনাম প্লাস্টিক' বা প্লাস্টিক দূষণ রোধ। উদ্দেশ্য ছিল*মানুষ এই দিনে গাছ লাগানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, এবং পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গ্রহণ করার শপথ নেবে। দিবসটি হয়ে উঠবে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত আন্দোলনের একটি প্রতীক, যা আমাদের পৃথিবীকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য রাখার কথা মনে করিয়ে দেবে।

এই লক্ষ্যপূরণে আমরা কতটা সফল, কতটা ব্যর্থ সেই বিশ্লেষণে না গিয়ে আসুন আবার নতুন করে শপথ নিই সমবেতভাবে। অন্যের ঘাড়ে দায় না ঠেলে সরকার-আমজনতা আন্তরিকভাবে এগোই এই বিশ্বকে বাসযোগ্য করে রাখতে।

রক্ত সংরক্ষণ নীতিতে সংস্কার এবং মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের গুরুত্ব

শুভজিৎ বসাক

ভারতে জনস্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম প্রাণস্পন্দন হলো রক্তদান এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনা। প্রতি বছর দেশে প্রায় ১.৫ কোটি ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়, যার সিংহভাগ সংগৃহীত হয় সাধারণ মানুষের নিঃস্বার্থ অনুদানে। কিন্তু এই মানবিক কর্মযজ্ঞের অন্তরালে এক অদ্ভুত প্রশাসনিক জটিলতা ও সেকেলে নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে প্রতি বছর হাজার হাজার ইউনিট রক্ত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে নষ্ট হচ্ছে। বিশেষত নির্বাচনী মরসুমে বা ভিভিআইপি যাতায়াতকে কেন্দ্র করে যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়, তা সাধারণ মানুষের চিকিৎসার পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, একটি সাধারণ নির্বাচনী জনসভাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে যে পরিমাণ রক্ত আগাম মজুত রাখা হয়, তার গড় পরিমাণ ৩-৫ ইউনিট। যদি একটি জেলায় ২০ টি হাসপাতালকে এই নিয়মের আওতায় আনা হয়, তবে নির্দিষ্ট দিনে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির সম্ভাব্য সুরক্ষায় প্রায় ৬০-১০০ ইউনিট রক্ত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে রক্ত একটি পচনশীল উপাদান এবং লোহিত রক্তকণিকার আয়ু সর্বোচ্চ ৩৫ থেকে ৪২ দিন। যখন এই রক্ত কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত বা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে, তখন এক মাসের মধ্যে তার থেকে রক্তকণিকা বা প্লাজমার মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো পৃথক করার অমূল্য সুযোগটি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়।

মূলতঃ এই রক্ত পরীক্ষা, উপাদান বিভাজন ও সংরক্ষণের প্রতিটি সূক্ষ্ম ধাপে পর্দার আড়ালে থেকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করেন দক্ষ মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় একজন চিকিৎসকের রোগ

নির্ণয় থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচারের সাফল্য পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কারিগরি দক্ষতা অপরিহার্য আর তাকে মনে রেখেই এঁদের ভোটে এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিবেচনা করা মূল্যবান পদক্ষেপ হতে পারে। তাঁরাই মূলত জানেন যে এক ইউনিট রক্তকে সঠিকভাবে উপাদানে বিভক্ত (Component Separation) করে কীভাবে ৩ জন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দেশের যেকোনো সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এই বিশেষায়িত স্বাস্থ্যকর্মীদের পদের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় নগণ্য। পর্যাপ্ত সংখ্যক টেকনোলজিস্ট না থাকায় অনেক হাসপাতালে আধুনিক রক্ত বিভাজন যন্ত্র থাকলেও কেবল উপযুক্ত লোকবলের অভাবে সেগুলো অচল হয়ে পড়ে থাকে। ফলে রক্তের মতো অমূল্য সম্পদ মজুত থাকলেও তা সঠিক উপাদানে ভাগ করে মানুষের কাজে লাগানো যায় না। ওটি বা আইসিইউ-তে কর্মরত টেকনোলজিস্টরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেন যে কীভাবে সামান্য রক্তের অভাবে জটিল অস্ত্রোপচার পিছিয়ে যাচ্ছে বা আইসিইউ-তে থাকা রোগী সংকটকালীন পরিস্থিতিতে পড়েছে। অথচ সেই একই সময়ে কয়েক কিলোমিটার দূরে হয়তো কোনো ভিভিআইপি-র নিরাপত্তার খাতিরে বিপুল পরিমাণ রক্ত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হচ্ছে।

সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাসের তীব্র গরমে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায়। ঠিক এই সময়েই প্রশাসনিক নির্দেশে বা ভিভিআইপি মুভমেন্টের কারণে রক্ত মজুত রাখার চাপ বাড়ে, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বাড়তি বোঝা তৈরি করে। এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের ওপর কাজের চাপ বহুগুণ বেড়ে যায়, কারণ সীমিত সংস্থানের মধ্যেও তাঁদেরই নিশ্চিত করতে হয় রক্তের গুণমান ও সঠিক সরবরাহ। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এই বিশেষায়িত কর্মীদের নিয়মিত নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং তাঁদের পদের সংখ্যা বাড়ানো গেলে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোর অব্যবস্থা অনেকটাই দূর করা সম্ভব। যদি সরকারি স্তরে নিয়মিত নিয়োগের মাধ্যমে একটি বলিষ্ঠ ও স্থায়ী টেকনোলজিস্ট বাহিনী গড়ে তোলা যায়, তবে রক্তের কৃত্রিম আকাল ও অপচয় অনেকাংশে কমিয়ে আনা যাবে। মনে রাখতে হবে, রক্ত সংগ্রহের পর থেকে তা রোগীর শরীরে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মূল চালিকাশক্তি হলেন এই টেকনোলজিস্টরা।

রাস্তার ধারে অসহায় মানুষের আর্তনাদ বা ব্লাড ব্যাঙ্কের দরজায় এক ব্যাগ রক্তের জন্য স্বজনহারা পরিবারের হাহাকার আজ প্রশাসনিক অন্দরে পৌঁছানো অপরিহার্য। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে এখন দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা এবং গ্রিন করিডোর ব্যবহারের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রক্ত পৌঁছে দেওয়া হয়, যার ফলে কোনো ভিভিআইপি-র জন্য আগাম রক্ত মজুতের সেকেলে প্রথার আর প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের দেশেও এই প্রযুক্তিনির্ভর ও আধুনিক ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটানো জরুরি। নির্বাচন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের প্রাথমিক দায়িত্ব কেবল ভোট পরিচালনা করা নয়, বরং নাগরিকের বাঁচার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। ল্যাবরেটরি, অপারেশন থিয়েটার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের মতো দক্ষ পেশাদারদের নিয়োগ বাড়িয়ে এবং তাঁদের পেশাগত মর্যাদা সুনিশ্চিত করে একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। প্রশাসনিক রীতির চেয়ে একজন সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য যেন কখনও কম না হয়। রক্তের প্রতিটি ফোঁটা যেন কোনো মুমূর্ষু রোগীর শরীরে প্রাণ ফেরাতে পারে, অবহেলায় নষ্ট হয়ে আমাদের ব্যবস্থার লজ্জা যেন আরও বাড়িয়ে না দেয়। রক্তের অপচয় বন্ধ করে তাকে আর্তের সেবায় নিয়োজিত করাই হোক একমাত্র লক্ষ্য।

চর্চাবাসর ১৭২

বাংলা 'পৃথিবী' শব্দটির মূল হলো সংস্কৃত শব্দ 'পৃথ্বী' (পৃথ্বী)। এটি বৈদিক ধারণা 'পৃথ্বী মাতা' (Mother Earth) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ 'বিস্তৃত' (spread out) বা 'বিস্তৃত এক'। ব্যাকরণগতভাবে, শব্দটিকে পৃথ্ + উ (পৃথা) দ্বারা গঠিত হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। 'পৃথ্বী' সংস্কৃতের একটি তৎসম শব্দ যা বাংলায় অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটকর্মীর অনুপস্থিতিতে 'ভূতুড়ে ভোটদান'

বালুরঘাটে জেলাশাসকের দ্বারস্থ সরকারি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে চূড়ান্ত বিড়ম্বনার মুখে পড়লেন এক সরকারি কর্মী। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার আগেই তাঁর নামের ভোট 'পড়ে গেছে' বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুলে চলমান পোস্টাল ব্যালট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, অভিযোগকারী বিমল বসাক বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা এবং আরএলআরও দপ্তরের কর্মী। গত ১ এপ্রিল বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুলে ভোটের প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে

গিয়েছিলেন। তবে সেই সময় লাইনে প্রবল ভিড় থাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, পরবর্তী দিনেও তিনি ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। সেই আশ্বাস পেয়ে মঙ্গলবার পুনরায় ভোট দিতে গেলে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর ভোট নাকি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। এই ঘটনায় হতবাক বিমল বাবু প্রশাসনের কাছে পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, 'আমি ভোট দিতে আসার আগেই আমার ভোট দিল কে?' ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত ওই কর্মী প্রশাসনের দেওয়া 'অক্সিলিয়ারি ভোট' বা বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। যথাযথ বিচার এবং সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে ওই দিনই তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাকি কোনও অনিয়ম, জেলা প্রশাসনের তরফে সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

ঝাড়গ্রামে শেষবেলার জমজমাট প্রচার

বিজেপি পুরুলিয়াবাসীদের মধ্যে বিভেদ লাগানোর চেষ্টা করছে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার শেষ বেলার ঝাড়গ্রামের চার কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা প্রচারে ঝড় তুললেন। এদিন ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মঙ্গল সরেনের সমর্থনে লালগড়ে একটি জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি তিনি জঙ্গলমহলে মা, মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে লালগড়ের সরকারি ডিগ্রি কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং কলেজ ও কংসাবতী নদীতে সেতু নির্মাণের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। লালগড় এলাকার বাসিন্দাদের কাছে তিনি বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন, 'বিজেপি পুরুলিয়ার মানুষের মধ্যে বিভেদ লাগানোর চেষ্টা করছে। এসআইআর হয়েছে, মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু কোনও বিজেপি নেতা সেই সব হয়রান হওয়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ায়নি।' জঙ্গলমহলের কুড়মি সমাজের নিজস্ব ভাষাকে অষ্টম তপশিলি ভুক্ত করার যে আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেন, 'তাদের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তা করে দেখাক।' বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে।' ঝাড়গ্রাম জেলায় এর আগে দু-তিনটি সভা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য সভাগুলির তুলনায় এদিনের সভায় লোকসমাগম হয়েছিল।

এদিন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের সমর্থনে রামগড়ে একটি পদযাত্রা করেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। মহিলাদের ভিড়ে ঠাসা পদযাত্রায় বিজেপি নেত্রী পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। মঙ্গলবার বিকেলে বিন্দপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ প্রণত টুডুর সমর্থনে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। উপচে পড়া জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করার আবেদন জানান। এদিন গোপীবল্লভপুর বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো গরুর গাড়িতে করে খড়বাধি এলাকায় প্রচার করেন। এখনকার সিপিআই প্রার্থী বিকাশ সরঙ্গি ও তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়েছেন। নয়াগ্রাম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দুলাল মুর্মু সকাল থেকে খড়িকামাথানি এলাকায় জনসংযোগ সেরেছেন। বিজেপি প্রার্থী অমিয় কিসকু নয়াগ্রাম বাজারে এলাকায় প্রচার চালিয়েছেন।

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের নেদাবহড়ায় গোপীবল্লভপুর বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোর সমর্থনে দলীয় প্রচারে ঝড় তুললেন অভিনেত্রী পায়েল দেব।

ভোট প্রাক্কালে বিষ্ণুপুরের রাস্তায় ভারী বুটের শব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের একেবারেই প্রাক মুহূর্তে বিষ্ণুপুরের রাস্তায় ভারী বুটের আওয়াজ। এবার ভোট প্রচারে বিষ্ণুপুরের রাস্তায় বিপুল পরিমাণে বাহিনী এবং বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক। এদিন বিষ্ণুপুর হাইস্কুল থেকে আড়াই কোম্পানি বাহিনী এবং সাজোয়া গাড়ি নিয়ে বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং মহকুমা শাসক এলাকায় রুটমার্চ করেন। কথা বলেন পথ চলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে। নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার বার্তা প্রেরণ করেন আধিকারিকরা। এলাকায় কেউ যদি সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, কোনও সরকারি আধিকারিক যদি কোন দলের হয়ে কাজ করে, তাহলে অতি দ্রুততার সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিতে বলেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় রয়েছে মোট চারটি বিধানসভা। এই চারটি বিধানসভার জন্য প্রায় ৮০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। চারটি বিধানসভায় রয়েছে চারটি ডিসি সেন্টার এবং একটি আরসি সেন্টার। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন নির্বিঘ্নে করাই এবার নির্বাচন কমিশনারের বড় চ্যালেঞ্জ।

'খানাকুলে বন্যা বনাম ভোট'

মাস্টার প্ল্যানেই কি মিলবে সমাধান?

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলে বন্যা সমস্যা নতুন নয়। এ যেন কয়েকশো বছরের এক অমোচনীয় বাস্তবতা। বর্ষা এলেই দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদীর জল ফুলে-ফেঁপে ওঠে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা, ক্ষতিগ্রস্ত হন হাজার হাজার মানুষ। এই দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে উঠে এসেছে 'খানাকুল মাস্টার প্ল্যান', যা এখন কেবল প্রশাসনিক আলোচনার বিষয় নয়, বরং এক বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে।

এই নির্বাচনে খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পলাশ রায়। উভয়েই বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নকে তাঁদের নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রে তুলে ধরেছেন। বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ তাঁর একাধিক সভায় দাবি করেছেন, 'খানাকুলের মানুষ বছরের পর বছর ধরে প্রতিশ্রুতি শুনে এসেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমরা ক্ষমতায় এলে খানাকুল মাস্টার প্ল্যানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়ন করব। কেন্দ্রের সহায়তায় একটি স্থায়ী সমাধান সম্ভব, শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই প্রকল্পকে দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী পলাশ রায় পাল্টা সুরে বলেন, 'মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রাজনীতি নয়, কাজই আমাদের লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সমীক্ষা করেছে এবং ধাপে ধাপে কাজ এগোচ্ছে। বিজেপি শুধু নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবে কোনও পরিকল্পনা নেই।' তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই খানাকুলের বন্যা পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই রাজনৈতিক তরজার মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে তখানাকুল মাস্টার প্ল্যান আন্দোলনদ। এই আন্দোলনের অন্যতম সদস্য তথা খানাকুলের এক শিক্ষক স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিচ্ছি না। আমাদের একটাই দাবি, খানাকুলের মানুষকে প্রতি বছর বন্যার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হবে। মাস্টার প্ল্যান কাগজে নয়, বাস্তবে কার্যকর করতে হবে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় এই ইস্যু ব্যবহার করে, কিন্তু নির্বাচনের পর আর খোঁজ থাকে না। আমরা চাই, যেই জিতুক, সে যেন সময়সীমা বেঁধে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও এই ইস্যু নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রত্যাশা, দুই-ই স্পষ্ট। বহু পরিবার প্রতি বছর ঘরবাড়ি হারায়, ফসল নষ্ট হয়, জীবিকা বিপন্ন হয়। ফলে এবারের নির্বাচনে 'খানাকুল মাস্টার প্ল্যান' শুধুমাত্র একটি উন্নয়ন প্রকল্প নয়, বরং মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই কেন্দ্রের ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করবে কে কতটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে তার উপর। কারণ ভোটাররা এবার আর শুধু প্রতিশ্রুতি শুনতে রাজি নন, তারা দেখতে চান বাস্তব পরিবর্তন। সব মিলিয়ে, খানাকুলের বন্যা সমস্যা ও মাস্টার প্ল্যান এখন নির্বাচনের কেন্দ্রীয় ইস্যু। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, আন্দোলনের চাপ এবং মানুষের প্রত্যাশা, এই তিনের সংঘর্ষেই ঠিক হবে আগামী দিনের খানাকুলের ভবিষ্যৎ।

Karur Vysya Bank (KVB) Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, প্রথম ফ্লোর, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯, যোগাযোগ নং- ০৩৩-২২৯০০৭৫২,
ইমেইল: head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ১২.০৫.২০২৬ তারিখে ই-অকশন

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রি বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে বন্ধক দেওয়া/দায়বদ্ধ, যার গঠনমূলক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'' এবং ''যেখানে যা কিছুই থাক'' ভিত্তিতে **১২.০৫.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ এর প্রাপ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্ন বর্ণিত বিশদ অনুসারে।

বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখা,
ক্র. নং ১. ১) মেসার্স রাজ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: **শ্রী শ্যামল ভৌমিক,** ৫/এস/৬ প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, পোঃ- ঘোলা বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১১ এবং ঠিকানা- ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি, পোঃ- ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১১। **২) শ্রীমতী দেবযানী ভৌমিক (গ্যারান্টার),** ১৩৬, পূর্বাচল, পানিহাটি, পোঃ- ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১১। **মোট বকেয়া: ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৯০,৭৫,৪৭৮.১১ টাকা** (নব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত আটাত্তর টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

আইটেম নং ১. উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বরাহনগর থানা এবং বরাহনগর পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৬৪৩ হোল্ডিং নং, ২ নং শশী ভূষণ বসাক লেন, কলকাতা-৩৬-এ অবস্থিত মৌজা- নৈনান, জে.এল. নং- ৮, আর.এস. নং ৫, আর.এস. দাগ নং- ২০১৬, আর.এস. খতিয়ান নং- ৭০৭-এর অধীনস্থ ১৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফ্লোর বা একতলায় বাণিজ্যিক দোকান ঘর নং ২-এর জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী শ্যামল ভৌমিকের নামে রয়েছে।

এনএ৭৬৪১৪ (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)

সংরক্ষিত মূল্য: ৭,৮৫,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৭৮,৫০০/- টাকা	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

আইটেম নং ২. উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঘোলা থানা এবং পানিহাটি পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৬৮০, সুনীত কুমার ব্যানার্জী রোড-এ অবস্থিত 'পার্থ কুটির'-এর ৭৮৫ বর্গফুট পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি সোদপুর উন্নয়ন প্রকল্প-এর ব্লক 'সি'-এর অধীনে মৌজা- ঘোলা, জে.এল. নং ১৪, আর.এস. নং ১০৩, তৌজি নং ১৭২, এল.আর. দাগ নং ৫২০, আর.এস. দাগ নং ৩৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৭২৪৫, ২২২৫, ৫৭৮৫, ৪৪১৬, ৬৯৭৫, ৬৯৩৪ এবং ৩৭৩০-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি শ্রীমতী দেবযানী ভৌমিকের নামে রয়েছে।

(উপরিউক্ত সম্পত্তিটি শ্রীমতী দেবযানী ভৌমিকের নামে অনুমোদিত হোম লোনের ক্ষেত্রেও বন্ধক রাখা আছে) এনএ৭৬৪০৩ (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)

সংরক্ষিত মূল্য: ২৬,৮৫,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ২,৬৮,৫০০/- টাকা	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

ক্র. নং ২). ১) মেসার্স সাহা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী তাপস কুমার সাহা, ৪১৩ (৪৯), বিধান পল্লী, পাটনা স্কুল রোড, নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৪৯ **এবং ঠিকানা-** ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ। **২) শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস) (গ্যারান্টার),** ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ। **মোট বকেয়া: ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৬,৪৯,১৬,৪৬৭.৪৯ টাকা** (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ষোলো হাজার চারশত সাতষট্টি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।

ক্র. নং ৩). ১) শ্রী তাপস কুমার সাহা (ঋণগ্রহীতা), ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ। **২) শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস) (গ্যারান্টার),** ১১০, নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ, কলকাতা-৭০০১০৯, পশ্চিমবঙ্গ। **মোট বকেয়া: ২২.০৩.২০২৬ তারিখ হিসাবে ১,১০,৯৪,৫৪২.৮১ টাকা** (টাকায়- এক কোটি দশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ টাকা এবং একাশি পয়সা মাত্র) এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

আইটেম নং ১. উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১১০, নর্থ স্টেশন রোডে, ১১০ হোল্ডিং নং-এ অবস্থিত মৌজা- তারাপুকুরিয়া, জে.এল. নং ১২, আর.এস. নং ২৭, তৌজি নং ১৭৮, সি.এস. খতিয়ান নং ১, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৬২, আর.এস. দাগ নং ৫৯১-এর অধীনস্থ ২ কাঠা ৫ ছটাক কম-বেশি পরিমাপের জমি এবং তার ওপর নির্মিত প্রায় ১০৫০ বর্গফুটের একতলা ভবনের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, কলকাতা-৭০০১০৯। সম্পত্তিটি শ্রীমতী মৈত্রী সাহা এবং শ্রী তাপস কুমার সাহার নামে রয়েছে।

(এনএ৫৯৬৬০) (উপরিউক্ত সম্পত্তিটি ক্র. নং ১-এর ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা আছে) (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)

সংরক্ষিত মূল্য: ৪৪,০০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৪,৪০,০০০/- টাকা	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

আইটেম নং ২. উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নর্থ দমদম পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত মৌজা- পাটনা গ্রাম, পাটনা রোড, নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯-এ অবস্থিত ৪১৩ (৪৯) হোল্ডিং নং, জে.এল. নং ১, আর.এস. নং ১০৬, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. খতিয়ান নং ২২৬, আর.এস. দাগ নং ২২৮/২২৬-এর অধীনস্থ ২ কাঠা ৮ ছটাক জমির ওপর নির্মিত বাণিজ্যিক ভবন, যার প্রথম ফ্লোরের পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট কমবেশি এবং দ্বিতীয় ফ্লোরের পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট কমবেশি, তার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী তাপস কুমার সাহা এবং শ্রীমতী মৈত্রী সাহা (দাস)-এর নামে রয়েছে।

(এনএ৫৯৭৭০) (উপরিউক্ত সম্পত্তিটি ক্র. নং ১ এবং ক্র. নং ২-এর ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা আছে) (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)

সংরক্ষিত মূল্য: ৬১,০০,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৬,১০,০০০/- টাকা	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

এনএস রোড শাখা,
ক্র. নং ৪. ১) শ্রী শংকর সিং (ঋণগ্রহীতা), পিতা- শ্রী নাথু সিং, ১১/৪, কিংস রোড, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেটের কাছে, হাওড়া-৭১১০০১, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৫০১, ৫ম ফ্লোর, ৪৪ নং প্রেমিসেস, ডা. অবনী দত্ত রোড, পোস্ট অফিস- সালকিয়া, হাওড়া- ৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঠিকানা- ১৫৩, আম চৌহাটা সংকরণ, তহশিল- আহোর, জেলা- জালোর, রাজস্থান- ৩৪৩০০১ এবং ঠিকানা- ৪সি, গোবিন্দ চন্দ্র ধর লেন, ৫ম ফ্লোর, বিস্কুট গলি, কলকাতা-৭০০০০১। **২) শ্রীমতী কমলা দেবী (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী শংকর সিং, ১১/৪, কিংস রোড, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেটের কাছে, হাওড়া-৭১১০০১, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৫০১, ৫ম তলা, ৪৪ নং প্রেমিসেস, ডা. অবনী দত্ত রোড, পোস্ট অফিস- সালকিয়া, হাওড়া- ৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঠিকানা- ৮৪, কেরাভিও কি সেরি, সংকরানা, তহশিল- আহোর, জেলা- জালোর, রাজস্থান- ৩৪৩০০১। **মোট বকেয়া: ২৯.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৬২,০১,৭৭৪.৯৮ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ এক হাজার সাতশত চুয়াত্তর টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

আইটেম নং ১. হাওড়া জেলার গোলাবাড়ি থানা এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পোস্ট অফিস- সালকিয়া, হাওড়া- ৭১১১০৬-এ ৪৪ নং প্রেমিসেস, ডা. অবনী দত্ত রোডে অবস্থিত ১৩৫৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি পরিমাপের ৫ম ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং ৫০১-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, তৎসহ উক্ত ভবনের জমির আনুপাতিক অধিকার ও অংশ এবং মার্বেল ফ্লোরিং ও লিফ্ট সুবিধা সহ সমস্ত সাধারণ এলাকা এবং সুবিধার সাধারণ অধিকার। সম্পত্তিটি শ্রী শংকর সিং (পিতা- শ্রী নাথু সিং) এবং শ্রীমতী কমলা দেবী (স্বামী- শ্রী শংকর সিং)-এর নামে রয়েছে।

এনএ১২৭০২০ (প্রতীকী দখলে থাকা সম্পত্তি)

সংরক্ষিত মূল্য: ৪৮,৮২,০০০/- টাকা	**ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%):** ৪,৮৮,০০০/- টাকা	**বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫০,০০০/- টাকা

সম্পত্তি পরিদর্শন	২২.০৪.২০২৬ থেকে ১১.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে
অনলাইনে টেন্ডার ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	তারিখ: **১১.০৫.২০২৬** সময়: **বিকেল ৫:০০ টা**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	**১২.০৫.২০২৬** তারিখে **সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টার** মধ্যে https://bankauctions.in পোর্টালের মাধ্যমে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে, যা বিক্রি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবার ১০ মিনিট করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হবে।
নোডাল ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের নাম	অ্যাকাউন্ট নং: 1101351000000973 আইএফএসসি কোড: KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম: BID COLLECTION A/c of SARFAESI ই-অকশন প্রসিড- অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগকারী ব্যক্তি ও ফোন নং	এআরবি কলকাতার জন্য- শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন- ৬৩৮২৩৭৩৬৮২) বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখার জন্য- শ্রী অমরেন্দ্র কুমার (ফোন- ৮৩৩৬৯৭২৮৫৪) এনএস রোড শাখার জন্য- শ্রী গঙ্গা কান্ত মিশ্র (ফোন- ৮৩৩৬৯৭২৮৬০)

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের/ সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন অর্থাৎ https://www.kvb.bank.in/property-under-auction/ এছাড়াও পরিষেবা প্রদানকারী, মেসার্স ক্যানব্যাঙ্ক কম্পিউটার সার্ভিস লিমিটেড এর ওয়েব পোর্টাল https://bankauctions.in দেখুন।

সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর রুল ৯(১) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/দের এবং গ্যারান্টার/দের উপরিউক্ত বকেয়া পরিমাণের সাথে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ই-নিলামের তারিখের আগে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, তা সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে।

তারিখ: ২০.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

Punjab & Sind Bank

পঞ্চসায়র গড়িয়া শাখা
পঞ্চসায়র শিক্ষা নিকেতন, ৫-ব্লক, পঞ্চসায়র, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৯৪

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে, পঞ্চসায়র গড়িয়া, কলকাতার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে, ২০০২ সালের (৫৪-২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সহ অনুযায়ী ০৮.০৬.২০২৩ তারিখের দাবি নোটিশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা **১) মেসার্স দত্ত প্লাই, স্বত্বাধিকারী : কিশোর কুমার দত্ত,** ৫৩, শ্রীনগর মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪, **২) কিশোর কুমার দত্ত,** পিতা প্রয়াত সুরেন দত্ত, অবন্তীপুর, পাঁচপোতা, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০১৫২, **৩) টুম্পা দত্ত,** স্বামী কিশোর কুমার দত্ত, অবন্তীপুর, পাঁচপোতা, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০১৫২, **৪) প্রভাত দাস,** পিতা কিরণ চন্দ্র দাস,৬০, শ্রীনগর মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৫,৮৫,৮৩১.১৩ টাকা** (পাঁচ লাখ পঁচাশি হাজার আটশো একত্রিশ টাকা এবং তেরো পয়সা) **০৮.০৬.২০২৩** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ অধীনে **১৮ এপ্রিল ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনওভাবেই লেনদেন না করতে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন **মেসার্স পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, পঞ্চসায়র গড়িয়া, কলকাতার** নিকট বকেয়া ৫,৮৫,৮৩১.১৩ টাকা (পাঁচ লাখ পঁচাশি হাজার আটশো একত্রিশ টাকা এবং তেরো পয়সা) এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য আরও জানানো হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বাণিজ্যিক দোকান নং ০৩, পরিমাপ এরিয়া ১১০ বর্গফুট, একতলায়, শ্রীনগর মেন রোড, কলকাতা- ৭০০০৯৪ (হোল্ডিং নং ৭৬২, ওয়ার্ড নং ১) বিক্রয় দলিল তারিখ ২৫.০২.২০০৮ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনারপুর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৭৭৯৬ -২০০৮ সালের। **সম্পত্তির চৌহদ্দ :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৩৮। পূর্বে : মেন রোড। দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : প্লট ২ অংশ আরএস দাগ নং ৩৭।

তারিখ : ১৮.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

Punjab & Sind Bank

বাঁশদ্রোণী শাখা (কোড - সি০৬৬৯)
১/৫৩, নাকতলা গভ.স্কিম নং ১, বাঁশদ্রোণী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৪৭

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে, বাঁশদ্রোণী শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে, ২০০২ সালের (দ্বিতীয়) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে এবং ধারা ১৩(২) ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সহ অনুযায়ী **৩১.০১.২০২৬ তারিখের দাবি নোটিশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সুমন সাহু এবং শ্রী সুকুমার সাহু কে নোটিশে** উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৪২,০৪,০৮৫.৭৫ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ চার হাজার পঁচাশি টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) ৩১.০১.২০২৬** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ অধীনে **২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।**

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য আরও জানানো হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনওভাবেই লেনদেন না করতে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন মেসার্স **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, বাঁশদ্রোণী শাখার** নিকট বকেয়া **৪২,০৪,০৮৫.৭৫ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ চার হাজার পঁচাশি টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) ৩১.০১.২০২৬** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন , সম্পত্তি শ্রী সুকুমার সাহু এর নামে জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৭ ছটাক ২২ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ২২২, ব্লক -কে, সারদা পল্লি, অশ্বিনী নগর, মৌজা- জ্যাঙ্গরা, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০০৫৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং **সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৯৬৪০৪৩৩** (দান দলিল নং ০০৫৬৯-২০১৫ সালের তারিখ ১৭.০২.২০১৫ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২১৪ থেকে ২৩৩, **সম্পত্তি শ্রী সুকুমার সাহু এর নামে** এবং অফিস জেলা সাব রেজিস্ট্রার -২, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : রবি হালদারের সম্পত্তি এবং সাধারণ ৮ ফুট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : পরেশ বাবুর সম্পত্তি। পূর্বে : অর্ণব কুন্ডুর সম্পত্তি । দক্ষিণে : বিহারীলাল মাইতি এর সম্পত্তি।

তারিখ : ২১.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: zoberhampore@indianbankco.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকী/চার্জকৃত নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল** সিকিউরড ক্রেডিটর, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অথরাইজড অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের (সিকিউরড ক্রেডিটর)** বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) -এর থেকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য **১৫.০৫.২০২৬ (ক্র. নং ১-এর জন্য) এবং ০৫.০৬.২০২৬ (ক্র. নং ২-এর জন্য)** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে'** এবং **'সেখানে যা আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) মেসার্স রিনা মেডিক্যাল এজেন্সি (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- মহঃ আব্দুল আজিম রহমান** গ্রাম- পঞ্চগ্রাম, পোঃ- পঞ্চগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ। **মহঃ আব্দুল আজিম রহমান (স্বত্বাধিকারী),** পিতা- মিজানুর রহমান গ্রাম- পঞ্চগ্রাম, পোঃ- পঞ্চগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতী রোকেয়া বেগম (বন্ধকদাতা/জামিনদার),** স্বামী- মোঃ আব্দুল আজিম রহমান গ্রাম- পঞ্চগ্রাম, পোঃ- পঞ্চগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) পঞ্চগ্রাম শাখা**	মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম গ্রামে পিন- ৭৪২ ১৮৪ -তে অবস্থিত ২ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার ওপর নির্মিত কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি মৌজা- পঞ্চগ্রাম, জে.এল. নং ২৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৭৮৮, এল.আর. প্লট নং ১৯৫০ এবং ১৯৫২-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি ভিটি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ এবং ২০.১১.২০১২ তারিখে এডিএসআর নবগ্রামে নিবন্ধিত আই-৪২৩৭ নম্বর দলিল অনুযায়ী। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী রোকেয়া বেগম, স্বামী- মহঃ আব্দুল আজিম রহমানের নামে রয়েছে। চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- ইসমাইল মণ্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণে- মোকাব্বির হোসেনের সম্পত্তি, পূর্বে- নিজ এবং অন্যদের পুকুর, পশ্চিমে- ৪" ফুট চওড়া গলি।	**১৯,১৪,২৯৬.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) **২০.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	**ক) ১৩,৩৯,০০০.০০ টাকা (*)** (তেরো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৩৩,৯০০.০০ টাকা** (টাকায় এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ)জ্জঙ্গজ্জঙ্ক৩০১২৪৭৯০০০১৭** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা- মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ** ১৯৫, এ. সি. রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **অংশীদার তথা বন্ধকদাতা তথা জামিনদার: অভীক চৌধুরী,** পিতা- দিলীপ কুমার চৌধুরী ৩, শ্রীকান্ত বাবু লেন, পোঃ- খাগড়া, বহরমপুর পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **অংশীদার তথা বন্ধকদাতা তথা জামিনদার: অর্চনা চৌধুরী,** স্বামী- দিলীপ কুমার চৌধুরী ৩, শ্রীকান্ত বাবু লেন, পোঃ- খাগড়া, বহরমপুর পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **অংশীদার তথা বন্ধকদাতা তথা জামিনদার: অভিজিৎ চৌধুরী,** পিতা- দিলীপ কুমার চৌধুরী ৩, শ্রীকান্ত বাবু লেন, পোঃ- খাগড়া, বহরমপুর পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **অংশীদার তথা জামিনদার : দিলীপ কুমার চৌধুরী,** পিতা- স্বর্গীয় দ্বিজপদ চৌধুরী ৩, শ্রীকান্ত বাবু লেন, পোঃ- খাগড়া, বহরমপুর পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **অংশীদার তথা জামিনদার: রুমি চৌধুরী,** স্বামী- অভীক চৌধুরী ৩, শ্রীকান্ত বাবু লেন, পোঃ- খাগড়া, বহরমপুর পঃবঃ., পিন- ৭৪২ ১০৩। **অংশীদার তথা জামিনদার: নূপুর চৌধুরী,** স্বামী- অভিজিৎ চৌধুরী ৩, শ্রীকান্ত বাবু লেন, পোঃ- খাগড়া, বহরমপুর পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০৩। **খ) বহরমপুর মেইন শাখা**	**সম্পত্তি ১:** শ্রী অভীক চৌধুরীর নামে থাকা ৩.৪০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার ওপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ০৫.০৫.১৯৯৯ তারিখের আই১-৪০০৬ নম্বর বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। এটি খাগড়া জয় চাঁদ মৌজার অধীন, থানা- বহরমপুর, জে.এল. নং ৯৫, খতিয়ান নং এল.আর. ৪৯৩০, প্লট নং এল.আর. ১৬৫, ধরন- ভিটি। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি পিসিসি রাস্তা; দক্ষিণে- অন্যদের সম্পত্তি; পূর্বে- নারায়ণ চন্দ্র পালের সম্পত্তি; পশ্চিমে- লোকনাথ বাবুর সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২:** শ্রী অভিজিৎ চৌধুরীর নামে থাকা 'শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৪২৫.৮৮ বর্গফুট কভার-আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি দোকান, হোল্ডিং নং ১৯৫/জি/১ এ.সি রোড মেইন, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১৬ নং ওয়ার্ড, পোস্ট- খাগড়া। এটি ১৩.০৮.২০০২ তারিখের আই-১৮৩০ নম্বর বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। মৌজা- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জে.এল. নং ৯৭, প্লট নং ১৩৭১, ১৪২৫, এল.আর. ১৮৯৩, ৩৪৯৯ এলওপি ১৯ এবং ২০, খতিয়ান নং ২০২ এল.আর. ৬৩৩৮, ৬৩৩৫, ৬৩৩৭, ৬৩৩৬, ৬৩৩৪-এর অধীন। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণে- অমর চক্রবর্তী রাস্তা; পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল পিসিসি রাস্তা; পশ্চিমে- নব কৃষ্ণের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ৩: শ্রীমতী অর্চনা চৌধুরীর নামে** থাকা 'শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৭২.৬৮ বর্গফুট কভার-আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি দোকান, হোল্ডিং নং ১৯৫/জি/১, এ. সি. রোড মেইন, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১৬ নং ওয়ার্ড, পোস্ট- খাগড়া। এটি ১৩.০৮.২০০২ তারিখের আই-১৮৮৭ নম্বর বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। মৌজা- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জে.এল. নং ৯৭, প্লট নং ১৩৭১, ১৪২৫, এল.আর. ১৮৯৩, ৩৪৯৯ এলওপি ১৯ এবং ২০, খতিয়ান নং ২০২ এল.আর. ৬৩৩৮, ৬৩৩৫, ৬৩৩৭, ৬৩৩৬, ৬৩৩৪-এর অধীন। **সম্পত্তির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণে- অমর চক্রবর্তী রাস্তা; পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল পিসিসি রাস্তা; পশ্চিমে- নব কৃষ্ণের সম্পত্তি।	**১,১৫,৬৪,৭৯৯.০০ টাকা** (এক কোটি পনেরো লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত নিরানব্বই টাকা মাত্র) (বিবি ১০,৭৪,৫৫,১৯.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৮,১৯,২৮০.০০ টাকা) **১৬.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং এর ওপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	**ক) (১) ২৯.২২ লক্ষ টাকা (*)** (উনত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার টাকা মাত্র) **(২) ৩৫.২৪ লক্ষ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) **(৩) ১৪.২৮ লক্ষ টাকা (*)** (চোদ্দ লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) (১) ২.৯২২ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত টাকা মাত্র) **(২) ৩.৫২৪ লক্ষ টাকা** (তিন লক্ষ বায়ান্ন হাজার চারশত টাকা মাত্র) **(৩) ১.৪২৮ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) প্রপার্টি ১: IDIB109653365641** **প্রপার্টি ২: IDIB109653365642** **প্রপার্টি ৩: IDIB109653365643** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬ (ক্র. নং ১ -এর জন্য) এবং ০৫.০৬.২০২৬ (ক্র. নং ২ -এর জন্য)
সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/অংশীদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ২০.০৪.২০২৬
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বড়জোড়ায় তৃণমূলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা: অভিষেক

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বড়জোড়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী গৌতম মিশ্রের সমর্থনে গঙ্গাজলঘাটি ফুটবল ময়দানে সভা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের প্রথমেই তিনি বড়জোড়ার বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, দাঙ্গা, গোলমাল পাকানো, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র পাঁচটার বেশি ফৌজদারি মামলা তাঁর বিরুদ্ধে আছে।' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, 'বড়জোড়ার একমাত্র বিশিষ্ট গৌতম মিশ্র তিনি কোভিডের সময় হাজার হাজার মানুষের কাছে খাবার এবং মাস্ক পৌঁছে দিয়েছেন।' এরপরই বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক, মার্জিত লোক বিজেপি করে না। যত দুই নম্বরি, দাঙ্গাবাজ, চোর, চিটিংবাজ, খুনি, গদ্দার সব বিজেপি করে।' বড়জোড়া বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের বিষয়ে অভিষেক বলেন, '২০২১ সালে বড়জোড়া বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান আগে যা ছিল, তার থেকে অন্তত ৩০ হাজার ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জিতবে।' এরপর মোদী সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, '১২ বছরের মোদী সরকার বড়জোড়ার জন্য কোনও উন্নয়ন করেনি, সেটা তথ্য পরিসংখ্যান বলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার বড়জোড়া বিধানসভায় পাঁচ বছরে যত উন্নয়ন করেছে, তার পাঁচ শতাংশ কাজ কেন্দ্র করেনি বড়জোড়া বিধানসভায়। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে বিজেপি, আমরা কর্ম নিয়ে রাজনীতি করি।' বড়জোড়ার উন্নয়ন প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যাল শিল্পী হাসপাতাল হয়েছে, ফায়ার ব্রিগেড হয়েছে, আইটিআই কলেজ, কর্ম তীর্থ হয়েছে। হাতির থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য জঙ্গলে তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বড়জোড়া বিধানসভায় ৮০ হাজার মায়েরা লক্ষ্মী ভান্ডার পাচ্ছেন। বিজেপির কোনও মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু করতে পারেনি। মোদীর গ্যারান্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যারান্টি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি।' সভায় আসা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের তিনি উদ্দেশ্যে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যাম মিশ্রকে জেতান। সমস্ত উন্নয়নের দায়ভার আমার।' তিনি আরও বলেন, 'যারা বাড়ির জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের সবার মাথার উপরে পাকা বাড়ি হবে। কেন্দ্র সরকারের সাহায্য ছাড়াই আগামী পাঁচ বছরে প্রত্যেক বাড়িতে নল বাহিত জল পৌঁছে দেব।' একইসঙ্গে কেন্দ্র সরকারকে তোপ দেগে বলেন, 'কেন্দ্র সরকার কেরোসিন তেল, দুধ, রেলের প্লাটফর্ম টিকিট সবকিছু বাড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূল জিতলে আপনার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, বিজেপি জিতলে আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন।' সভার শেষে আবার কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দিয়ে বলেন, 'আমার আপনার সবার প্রার্থী গৌতম মিশ্র, তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট দিয়ে দু'নম্বর বোতাম টিপে জয়যুক্ত করবেন। আর দু নম্বরি নেতাগুলোকে বিদায় দেবেন।' জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক বলেন, 'বাংলা জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা, আপনাদের এই ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা ঋণ সুদে মূলে উন্নয়নের মাধ্যমে ফেরত দিয়ে যাব কথা দিয়ে গেলাম।'

আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চার প্রার্থীর পদ ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়সড় ধাক্কা খেল হুমায়ুন কবিরের নবগঠিত দল* 'আম জনতা উন্নয়ন' পার্টি। পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে এই দলের চারজন বিধানসভা প্রার্থী দলত্যাগ করে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। মঙ্গলবার তৃণমূলে যোগদানকারী ওই চার প্রার্থী দুর্গাপুর সেন্ট্রাল অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে নেন তারা। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির ওই চারজন প্রার্থী হলেন, রানিগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী রাহুল ঘোষ, বারাবনি বিধানসভার প্রার্থী অদ্বৈত দাস, দুর্গাপুর পূর্বের প্রার্থী* রুবিয়া বেগম, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রার্থী জুবেল শেখ। পাণ্ডবেশ্বরের প্রার্থী জুবেল শেখ দলত্যাগের পেছনে বেশ কিছু বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, দলের নেতা হুমায়ুন কবিরের একটি ভাইরাল ভিডিও দেখে তারা বুঝতে পেরেছেন যে কবির তলে তলে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করছেন। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদ তৈরির দাবি তোলা হচ্ছিল, তাঁরা তার পক্ষে নন। জেলা তৃণমূল মাইনরিটি সেলের সভাপতি সৈয়দ মেহফুজুল হাসানের অভিযোগ, 'বিজেপি মোটা টাকার বিনিময়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির মাধ্যমে সংখ্যালঘু ভোট কাটার পরিকল্পনা করেছিল, যা এই দলত্যাগের ফলে সফল হবে না।' যেহেতু ভোটের আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি, তাই প্রযুক্তিগত বা আইনিভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তবে তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা মৌখিকভাবে দলত্যাগ করেছেন এবং প্রকাশ্যে তৃণমূলের পতাকা গ্রহণ করেছেন। সামাজিক মাধ্যম এবং চিঠির মাধ্যমে তারা প্রচার করবেন, যে তারা আর ওই দলের প্রার্থী নন। এখন থেকে তাঁরা তৃণমূল প্রার্থীদের হয়েই এলাকায় প্রচার চালাবেন। এই দলবদল পশ্চিম বর্ধমান জেলার নির্বাচনী সমীকরণে তৃণমূল কংগ্রেসকে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে খোলা হল কন্ট্রোল রুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্বাচনের ৪৮ঘণ্টা আগে জেলা প্রশাসনিক ভবনে কন্ট্রোল রুম খোলা হল। মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তদারকি করা হবে এই কন্ট্রোল রুম থেকে বলে প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর-সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা প্রশাসনিক ভবনের এই কন্ট্রোল রুমের যাবতীয় বিষয়বস্তুগুলি তদারকি করে দেখেন। জেলাশাসক জানিয়েছেন, মালদার তিন হাজারেরও (৩২৪৯) বেশি বুথে এবং আশপাশ এলাকায় লাগানো ক্যামেরার ছবি সরাসরি এসে পৌঁছবে কন্ট্রোল রুমে। সেখানে প্রতিটি বিধানসভার বুথগুলিতে নজরদারি চালাবেন মাইক্রো অবজারভারেরা। মালদার কালেক্টরেট ভবনে তৈরি করা হয়েছে ১২ টি বিধানসভার কন্ট্রোল রুম। প্রতিটি বিধানসভার জন্য তিনটি করে মনিটর থাকছে। প্রতি বিধানসভায় ক্যামেরায় নজরদারি করবেন ছয়জন করে মাইক্রো অবজারভার। জেলাশাসকের দপ্তরের পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসার, কলকাতার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় এমনকি দিল্লি থেকেও প্রয়োজনমতো বিভিন্ন বুথে নজরদারি চালানোর ব্যবস্থা থাকবে। কোনও বুথে কোনওরকম গোলমাল বা অশান্তির ছবি নজরে এলেই সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষেপ করবে নির্বাচন দপ্তর। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩৬। মহিলা ভোটার রয়েছে ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬০৯ জন। পুরুষ ভোটা রয়েছে ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৬০ জন। প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার নাম এবারের এসআইআর-এর ডিলিট হয়েছে। মোট বুথ সংখ্যা ৩, ২৪৯ এদিকে দিন মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'এবারে মালদায় নির্বাচনে এক কোম্পানির কেন্দ্রীয় মহিলা জওয়ান-সহ মোট ১৭২ কোম্পানির আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে। নির্বাচনে আধা সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি ৩ হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবে। ৩৬ জন আইসি, পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর এবং অতিরিক্ত সাব-ইনস্পেক্টর মিলিয়ে মোট এক হাজার জন মোতায়েন থাকবে। এছাড়াও কেরল এবং ইউপি থেকেও বন্দুকধারী পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে থাকছে সিআরপিএফ, বিএসএফ, আইটিবিপি, এসএসবি। এছাড়াও দুটো কেন্দ্রীয় মহিলা ব্যাটেলিনের জওয়ানেরাও মোতায়েন থাকবে। নির্বাচনে ৩২৭ টি গাড়ি কুইক রেসপন্স টিমের হয়ে কাজ করবে। জেলায় ৩৭টি নাকা চেকিং করা হয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, অতি উত্তেজনাপ্রবণ বুথগুলিকে ইতিমধ্যেই আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চন্দ্রকোনায় তৃণমূলের সূর্যকান্তর সমর্থনে কোয়েলের রোড শো

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: শেষ দিনের প্রচারে চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রে জনজোয়ারের সাক্ষী থাকল ক্ষীরপাই শহর। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলুইয়ের সমর্থনে রোড শো করতে এসে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী ও রাজ্যসভা সাংসদ কোয়েল মল্লিক। ক্ষীরপাইয়ের বামারিয়া থেকে ডাকবাংলো পর্যন্ত এই রোড শো ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক উন্মাদনা। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রিয় অভিনেত্রীকে এক ঝলক দেখার জন্য মানুষের ঢল নামে শহরে। রোড শো চলাকালীন কোয়েল মল্লিককে ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, গাড়ি থেকে তিনিও হাত নেড়ে ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কর্মী-সমর্থকদের। গোটা এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়, যা নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করে। পাশাপাশি ক্ষীরপাইয়ের হালদার দিঘি এলাকায় গিয়ে চন্দ্রকোনা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলুইয়ের সমর্থনে ভোটারদের কাছে আশীর্বাদ ও সমর্থন প্রার্থনা করেন কোয়েল মল্লিক। সব মিলিয়ে শেষ দিনের প্রচারে এই রোড শো ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো, যা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক আবহকে আরও উষ্ণ করে তুলেছে।

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে রোড শো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার।

গোঘাটে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ একাধিক পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে চরম উত্তেজনা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন। একযোগে বিজেপিতে যোগ দিল একাধিক পরিবার। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে গ্রামীণ এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণের বদল। আর এই দলবদল ঘিরেই নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোঘাট বিধানসভা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাটের বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৃষ্ণবল্লভপুর গ্রামের ২৬১ নম্বর বুথের পণ্ডিতপাড়ায় প্রায় ১০০টিরও বেশি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। এলাকায় আনুমানিক ৮০০ ভোটারের বসবাস, ফলে ভোটের আগে এই দলবদল রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। দলত্যাগী পরিবারগুলির অভিযোগ, কয়েকদিন আগেই তৃণমূল প্রার্থী নির্মল মাজির নির্বাচনী প্রচারের সময় দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ, সেই সময় পঞ্চায়েতের সদস্য নবকুমার পণ্ডিত একটি বিষয়ে প্রতিবাদ জানালে তাঁকে প্রকাশ্যে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় বলে দাবি স্থানীয়দের। দলত্যাগীদের মধ্যে অন্যতম নেপাল পণ্ডিত বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু দলের ভেতরে নিরাপত্তাহীনতা ক্রমশ বাড়ছিল। প্রার্থীর উপস্থিতিতেই একজন সদস্যকে মারধর করা হয়েছে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা বুঝতে পেরেছি, এখানে আমাদের নিরাপত্তা নেই। তাই বাধ্য হয়েই আমরা বিজেপিতে যোগদান করেছি।' মঙ্গলবার সকালে গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার এবং পুরশুড়ার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষের হাত থেকে ওই পরিবারগুলি বিজেপির দলীয় পতাকা গ্রহণ করেন। এই যোগদান কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট ভিড় লক্ষ্য করা যায় এবং রাজনৈতিক উত্তেজনাও চরমে ওঠে। বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের দাবি, 'এই যোগদান কেবল শুরু। আগামী দিনে আরও বহু মানুষ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন। মানুষ বুঝতে পারছেন, তৃণমূলে কোনও নিরাপত্তা নেই। আমরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদের পাশে থাকব।' তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি কাজল রায় বলেন, 'এই ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে অতিরঞ্জিত তথ্য ছড়াচ্ছে। আমাদের দলে কোনও ভাঙন নেই, বরং বিরোধীরা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।' এই ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত ভোটের বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে সেটাই দেখার।

বনগাঁয় তৃণমূলের তপশিলি সংলাপের গাড়িতে আক্রমণ

পালটা বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: তৃণমূলের তপশিলি সংলাপের গাড়িতে আক্রমণ। গুলি চালানো ও আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে মারধরের অভিযোগ। আহত হয়ে ২ তৃণমূল কর্মী হাসপাতালে ভর্তি। পাল্টা বিজেপি প্রার্থীকে আক্রমণ ও গাড়িতে ইট মারার অভিযোগ। সোমবার গভীর রাতে গোপালনগর থানা এলাকার চৈতিপাড়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্যর সমর্থনে প্রচার সেরে ফিরছিল তৃণমূল কংগ্রেসের তপশিলি সংলাপের গাড়ি। অভিযোগ, সেই সময় বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের উপস্থিতিতে তাঁদের গাড়িতে আক্রমণ করা হয়। ২ রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবং স্বপন মজুমদারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্রের বাট দিয়ে মারধর করা হয়। বর্তমানে দুই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার-সহ দশ জনের বিরুদ্ধে গোপালনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। পাল্টা বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার জানিয়েছেন, 'আমি প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার সময় চৈতিপাড়া ব্রিজের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আমার উপরে আক্রমণ করার জন্য খালি গায়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমার গাড়ির উদ্দেশ্য করে ইট মারা হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস পুরো মিথ্যা অভিযোগ করছে। থানায় আমরা আগে অভিযোগ জানিয়েছি ওদের বিরুদ্ধে। সেই কারণে এই মিথ্যা অভিযোগ করছে। ওদের পায়ের তলায় মাটি নেই সেই কারণে এই সমস্ত অভিযোগ করছে।' পুলিশ সূত্রে খবর, দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অন্নপূর্ণা যোজনা ঘিরে উত্তেজনা, মেজাজ হারালেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপের অভিযোগকে ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের বচসা। মেজাজ হারালেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। রে রে করে তেড়ে গেলেন তৃণমূল কর্মীর দিকে। পুলিশ এসে সামাল দিল পরিস্থিতি।

জানা গিয়েছে মঙ্গলবার, বিজেপির একটি প্রচারকে ঘিরে শুরু হয় এই অশান্তি। এদিন ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুর্ষা গ্রামে প্রচার চলাচ্ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, প্রচারের নামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করাচ্ছিল বিজেপি। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দু এক কথা হতে হতে শুরু হয় দুই দলের কর্মীদের মধ্যে বচসা বাধে, এরই মধ্যে বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই মেজাজ হারিয়ে রে রে করে তেড়ে যান স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মীর দিকে, ধাক্কা দিয়ে তৃণমূল কর্মীকে সরিয়ে দেন বিজেপি প্রার্থী। নিমেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, পুলিশ এসে কোনওক্রমে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের সরিয়ে দেয় ঘটনাস্থল থেকে।

কালনার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বুধবার অর্থাৎ আজ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদারের সমর্থনে বুধবার একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে বৈদ্যপুর রথতলার মাঠে। জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর সেই সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাজোসাজো রব। মঞ্চের পাশেই তৈরি করা হয়েছে হেলিপ্যাড। ৪৮ ঘণ্টা থেকে ৫০ ঘণ্টা আগেই এই কর্মসূচির চূড়ান্ত হয় বলে বিজেপির দাবি। তাই মঙ্গলবার রাতের মধ্যে মঞ্চ ও হেলিপ্যাড তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়। বুধবার হেলিকপ্টারে করে সভায় যোগ দেবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাই মঙ্গলবার থেকেই গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এছাড়াও থাকবেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ববৃন্দ থেকে বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা। বিজেপির কর্মীরা জানিয়েছেন, এবার বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে এটা নিশ্চিত। বুধবারের জনসভা সফল হবে। অসমের মুখমন্ত্রী অসম রাজ্যে যেভাবে উন্নয়ন করেছেন তা সভা মঞ্চ থেকে সকলের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শোনার জন্যই মানুষ অপেক্ষায় রয়েছেন।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার মাঝেই ঐতিহ্যের পুজোয় সতর্ক শ্যামপুর

মনোজ চক্রবর্তী ● শ্যামপুর

হাওড়ার শ্যামপুর থানার জয়নগর একটি গ্রাম। নদী বেষ্টিত খাল, বিল এবং সবুজে ঘেরা এই গ্রামে পাঁচশতো বছরেরও অধিক পুরানো দক্ষিণ রায়কে পরম ভক্তিতে পুজো করে আসছেন মানুষ। উল্লেখ্য, হাওড়াতে ও লোকদেবতা হিসাবে দক্ষিণ রায় বেশ জনপ্রিয়। গ্রামের মধ্যে দেবতার সৃষ্টি কী ছিল বা প্রাচীনকালে কোন রাজা বা জমিদার দক্ষিণ রায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা জানা না গেলেও এলাকায় জনশ্রুতি অতীতে জঙ্গল ছিল এই অঞ্চলে। বাঘের উপদ্রব ছিল প্রবল। বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচতে এলাকার কয়েকজন দক্ষিণ রায়ের পুজোর সিদ্ধান্ত নেন। আর এরপরেই বাঘের উপদ্রব কমে বলে জানা যায়। পরে তৈরি হয়েছিল মন্দির। সময়ের পরিবর্তনে কালের বিবর্তনের মধ্যে দারিদ্র সীমার নিচে থাকা সহজ সরল মানুষদের এই গণদেবতার প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস আজও অটুট। অর্থের অভাবে এই দেব মন্দির বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকার পর জয়নগর গ্রামবাসীদের চেষ্টা এবং গ্রামের স্থানীয় ক্লাব নেতাজি সংঘের সহযোগিতায় ও বেশ কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষের সাহায্যে পাঁচ বছর আগে দক্ষিণ রায়ের মন্দির সুন্দরভাবে নবনির্মিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তৈরি হয় দেব মন্দির উন্নয়ন কমিটি। এই কমিটির সদস্য প্রসেনজিৎ সাঁতরা ও অসিত দুয়ারি জানান, বিগত পাঁচ বছর ধরে একুশে বৈশাখ দক্ষিণ রায়ের মহাসমারোহে মহা উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এ বছরও ঠিক তেমনি সারম্বড়ে আয়োজন চলছে। বস্ত্রবিতরণ, জয়নগর প্রাইমারি স্কুলের সমস্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের বই খাতা ও পেন বিতরণ, বহু মানুষের একসঙ্গে অন্নভোগ গ্রহণ এবং বেশ কয়েকদিনব্যাপী ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠান চলবে। পঞ্চম বর্ষে প্রস্তুতির জন্য গ্রামবাসীগণের উন্মাদনার অন্ত নেই। সারা গ্রামের মানুষ, স্থানীয় ক্লাব এবং বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ী এই প্রস্তুতির আয়োজনে একত্রিতভাবে ভীষণ ব্যস্ত। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সর্ব ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে উৎসবে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁরা। এছাড়া অনুষ্ঠানের মাঝে ৪ মে নির্বাচনের ফল ঘোষণা। এই পরিস্থিতিতে কোনও প্ররোচনায় পা না দেওয়ারও আবেদন জানিয়েছে উৎসব কমিটি।

হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জে লকেটের জনসভার পরই সন্দেশখালিতে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান কয়েকশো বিজেপির সক্রিয় কর্মীর। মঙ্গলবার ৫০০ শতাধিক বিজেপি কর্মী, সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করল। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ মল্লিক, মনিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলি-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি বুথের ১০০ পরিবার অর্থাৎ ৫০০ জন বিজেপি নেতা, কর্মী, সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন। তৃণমূলে যোগদানকারীদের বক্তব্য, 'আমাদের প্রতিজ্ঞা নারী শক্তির সম্মান আর লুণ্ঠিত হতে দেব না। তাই তৃণমূলে যোগদান করলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্নেহধন্য ঝরনা সরদারের হয়ে ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করব।' তাঁদের আরও বক্তব্য, ২০২৪ সালে বিজেপির মিথ্যে প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে তাঁরা এখানে আন্দোলন কর্মসূচিতে ছিলেন। ২৪ সালে বিজেপিকে ভোটও দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সাংগঠনিকভাবে তাদের কেউ খোঁজ নেয়নি। তাদের যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্দোলনমুখী করেছিল বিজেপি, তারা এখন তা বুঝতে পেরেছেন। মীনাক্ষী ভুঁইয়া, সাবিত্রী করাতি, রেখা মণ্ডল, জয়ন্ত মণ্ডল, পরিমণ্ডল মণ্ডল-সহ পাঁচ শতাধিক তৃণমূলের যোগদান করলেন এদিন।

মাঝ এপ্রিলেই ৪৪ ছুঁল দিল্লি

কয়েকটি রাজ্যে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: মাঝ এপ্রিলেই দেশের রাজধানীতে তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গরমে ফুটছে দিল্লি। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে আগামী চার-পাঁচ দিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি মৌসম ভবন সতর্ক করেছে, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব ভারতের বেশ কিছু অংশে লু বইবে। পঞ্জাবের চার জেলা লুধিয়ানা, সঙ্গরুর, ফতেহগড় সাহিব এবং পটিয়ালায় ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহ এবং প্রচণ্ড গরমের পরিস্থিতি জারি থাকবে। অন্য দিকে, চণ্ডীগড় এবং সংলগ্ন অঞ্চলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে মঙ্গলবার থেকেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এনসিআরে আগামী কয়েক দিন প্রচণ্ড গরম থাকবে। তবে ২৫ এপ্রিল থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। কিন্তু এপ্রিলের শেষের দিকে তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে। মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিশগড়ে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। ওই দুই রাজ্যে তাপমাত্রা কোথাও কোথাও ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলেছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ এবং ছত্তিশগড়ের কিছু জায়গায় আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি জারি থাকবে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। দিল্লি, পঞ্জাব থেকে শুরু করে ছত্তিশগড় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রাজ্যে লু বইতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ফলে তাপমাত্রার পারদ আরও চড়বে আগামী চার-পাঁচ দিন। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী চার দিন লু বইতে পারে পঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি এবং ছত্তিশগড়ে। অন্য দিকে, আগামী পাঁচ দিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকতে পারে উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার কিছু অংশে।

প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ খাড়্গের, তুঙ্গে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসলে জঙ্গি! তিনি বিরোধীদের ভয় দেখান। তামিলনাড়ুতে ভোটপ্রচারে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে 'জঙ্গি' বলে আক্রমণ! ভারতীয় গণতন্ত্রে বেনজির। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস সভাপতিকে ভাষার শালীনতা মনে করাচ্ছে বিজেপি। যদিও পরে নিজের মন্তব্যের সাফাই দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে জঙ্গি বলিনি কখনও। আমি শুধু বলেছি মোদী আমাদের ভয় দেখান। বিরোধীদের সবসময় হুমকি দেন। ইডি ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করেন বিরোধীদের আতঙ্কিত করতে। আমি জঙ্গি বলিনি।' কিন্তু খাড়্গের সেই সাফাইয়ে চিঁড়ে ভিজছে না।

এই মুহূর্তে ভোটপ্রচারে খাড়্গে রয়েছেন তামিলনাড়ুতে। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এআইএডিএমকে-বিজেপি জোট সম্পর্কে বলতে গিয়ে খাড়্গে বলে বসেন, এআইএডিএমকে মোদীর সঙ্গে হাত মেলাল কী করে? মোদী তো জঙ্গি। ও কোনও সাম্যে বিশ্বাস করে না। ওঁর দলও সাম্য বা ন্যায় বিচারে ভরসা রাখে না। যারাই মোদীর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে সবাই গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে।' উল্লেখ্য, এর আগে বিহার ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা-কে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে বসেন জনাকয়েক কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেসের সভায় নেতাদের অনুপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন মোদীকে গালিগালাজ করা হয়েছিল।

ফের উত্তপ্ত মণিপুর, জোড়া বন্‌ধের জেরে বিঘ্নিত জনজীবন

ইম্ফল, ২১ এপ্রিল: গত কয়েক দিন ধরেই ফের উত্তেজনা ছড়িয়েছে মণিপুরে। চলতি মাসের শুরুর দিকের দু'টি পৃথক ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে মণিপুরে। প্রথম ঘটনাটি গত ৭ এপ্রিলের। ওই দিন মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার ত্রংলাওবিতে বোমা হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়। এর পরে গত ১৮ এপ্রিল উখরুল জেলার লিটন গ্রামের কাছে হামলায় নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত এক সেনাকর্মী। অভিযোগ উঠছে, কুকি জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহীদের হামলাতেই নিহত হন তিনি। এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গত কয়েক দিন ধরে উত্তপ্ত মণিপুর।

এই দুই পৃথক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণিপুরের বেশ কয়েকটি পাহাড়ি এলাকায় বিঘ্নিত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। জোড়া বন্‌ধ, অবস্থান বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচির জেরে জায়গায় জায়গায় বন্ধ রয়েছে বাজারহাট। বাস এবং অন্য গণপরিবহণের উপরেও তার প্রভাব পড়েছে। গত ৭ এপ্রিল বিষ্ণুপুর জেলায় বোমা হামলায় ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যায় ৫ বছরের এক শিশু এবং তার ৬ মাসের বোন। হামলায় গুরুতর জখম হন তাদের মা। ওই হামলার প্রতিবাদে গত ১১ এপ্রিল থেকে ধারাবাহিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছে মণিপুরে। এরই মধ্যে কুকি সংখ্যাগুরু চূড়াচাঁদপুর জেলায় আধাসেনা বাহিনীর গুলিতে তিন বিক্ষোভকারী নিহত হন বলে অভিযোগ। তাতে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুত, গত ৭ এপ্রিলের ঘটনার পর পরই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বলে তিন দিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রেখেছিল প্রশাসন।

৮ এপ্রিল থেকে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা শর্তসাপেক্ষে চালু হয়েছিল ঠিকই, তবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা তখনও বন্ধ ছিল। পরে ধাপে ধাপে তা চালু করা হয় এবং গত শনিবার নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে প্রশাসন। এরই মধ্যে শনিবার ইম্ফলের থাংমেইব্যান্ড এলাকায় একটি মশাল মিছিলের আয়োজন করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। ওই বিক্ষোভ চলাকালীন সেখানে মোতায়েন আধাসেনা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের দৃশ্যত সংঘর্ষ বেধে যায়। তাতে ছ'জন জখম হন। জখমদের মধ্যে তিনজনই আধাসেনা জওয়ান। এ অবস্থায় বিক্ষোভকারীদের দমাতে লাঠিচার্জ শুরু করেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেষ, রবার বুলেটও। অন্য দিকে বিক্ষোভকারীরাও পাথর ছুড়তে শুরু করেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রবিবার মধ্যরাত থেকে পাঁচ দিনের বন্ধ ডেকেছে 'মেইরা পাইবিস' (মেইতেই জনগোষ্ঠীর মহিলাদের সংগঠন)-সহ বেশ কয়েকটি নাগরিক সংগঠন। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, এই বন্ধের জেরে মণিপুরের অন্তত পাঁচ জেলায় স্কুল-কলেজ এবং বাস চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইম্ফলের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভও চলে। এরই মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীকে হত্যার প্রতিবাদে সোমবার থেকে ধর্মঘট ডেকেছে 'ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল'। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচি মঙ্গলবার সকালেও চলছে।

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division – I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 07 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) location under Farakka Police Station, 1(One) location under Suti Police Station and 1(One) location under Khargram Police Station in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026.

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.

Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **22/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **22/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **22/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **22/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D.

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩২১-২০২৫-২৬, তারিখ ১৭.০৪.২৬। কাজের বিবরণ :** এএসই/ইলেক্ট্রিক্যাল/জি/এনএইচ (এনএইচ, কেএনআর, এসইপি), এএসই/ইলেক্ট্রিক্যাল/জি/এসপিআর (ডি,বিএসডি, ডিএইচ, জেএনএম, এমপিআরডি, এলকেপিআর), এএসই/ইলেক্ট্রিক্যাল/জি/আরএইচএ (কেএলএনপি, এফএলইউ, এসটিবি, ডিইবি, পিএলওয়াই, এসজিভি, সিএসজেড, কেআরপি) ও এএসই/ইলেক্ট্রিক্যাল/জি/বিটি (এইচআরও, সিকিউআর, এইচএনবি, এসএক্সসি, বিএনজে, জিইউএমএ)-এর অধিকাক্ষেত্রের অধীনে পিআই/আরআরআই/ইআই-তে রিলের রুমে এয়ার-কন্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য :** ৩,৭৫,৩৮,৯৮৪.৫১ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৭,৫০,৭০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ৩ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২৭.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১১.০৫.২০২৬, দুপুর ২টো। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-15/2026-27)

ওয়েবসাইট : **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জার্মানিতে গুরুদ্বারে দু'পক্ষের সংঘর্ষে জখম অন্তত ১১

বার্লিন, ২১ এপ্রিল: জার্মানিতে এক গুরুদ্বারে দু'পক্ষের সংঘর্ষে জখম হয়েছেন অন্তত ১১ জন। ঘটনাটি ঘটেছে জার্মানির ডর্টমুন্ড থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পশ্চিমে মোয়ার্স শহরে। কী কারণে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, তা প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, গুরুদ্বারের নতুন পরিচালন সমিতি বাছাইকে কেন্দ্রকে করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। পাশাপাশি অন্য সম্ভাব্য দিকগুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মোয়ার্সের ওই গুরুদ্বারে সংঘর্ষের বেশ কিছু ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফর্ম জি

পশ্চিমবঙ্গে লোহা এবং ইস্পাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মরত
শিবম ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬-এর ৩৬এ প্রবিধানের উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

ক্র. নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম সহ প্যান এবং সিআইএন/এলএলপি নং	শিবম ইন্ডিয়া লিমিটেড, CIN : U23101WB1999PLC090748 প্যান : AAECS8326A
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	**নিবন্ধিত কার্যালয়:** গোবিন্দ মহল, ৩ উড স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪.	অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের বিবরণ	প্ল্যান্টের অবস্থান- অঙ্গদপুর শিল্পাঞ্চল, রাতুরিয়া, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৫
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার স্থাপিত ক্ষমতা	সিসিএম এবং ওয়্যার রড মিল (হট চার্জিং) সহ এমএস বিলেট (৩ আইএফ শ্র ১৫এমটি) প্রস্তুতকারক
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং মূল্য	প্রধান পণ্যের মূল্য- ২০১.৪০ কোটি টাকা। (৩১.০৩.২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী পরিসংখ্যান)

ক্র. নং	উৎপাদন সুবিধাসমূহ	ক্ষমতা (টিপিএ)	বাণিজ্যিক কার্যক্রম
১.	এমএস বিলেট (৩ আইএফশ্র১৫এমটি)	১,৩৫,০০০	অক্টোবর, ২০০৫
২.	ওয়্যার রডস	১,০৮,০০০	ডিসেম্বর, ২০০৫
	মোট-	২,৪৩,০০০	

ক্র. নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	শূন্য (আজকের তারিখ অনুযায়ী)
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ অন্যান্য বিবরণ এবং পাওনাদারদের তালিকা এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারী cirp.shivamindia@gmail.com -এ নির্দিষ্ট অনুরোধ জানিয়ে ইমেলের মাধ্যমে এবং আইবিবিআই ওয়েবসাইট: https://ibbi.gov. in/en/ claims/corporate0personals থেকে বিবরণ জানতে চাইতে পারেন।
৯.	কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ)-এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	যোগ্যতার মাপকাঠি বিস্তারিত আগ্রহ প্রকাশের প্রক্রিয়া নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যার একটি অনুলিপি cirp.shivamindia@gmail.com -এ ইমেল করে চাওয়া যেতে পারে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	০৭-০৫-২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	১৭-০৫-২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকার প্রতি আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২২-০৫-২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	২৭-০৫-২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	০১-০৬-২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০১-০৭-২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ জমা দেওয়ার জন্য প্রসেস ইমেল আইডি	cirp.shivamindia@gmail.com
১৭.	এমএসএমই হিসাবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধকরণের অবস্থার বিবরণ	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার এমএসএমই নিবন্ধকরণের অবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্য উপলব্ধ নয়।

স্বা/- জীতেন্দ্র লোহিয়া
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
শিবম ইন্ডিয়া লিমিটেড
রেজিঃ নং: IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
নিবন্ধিত ঠিকানা- ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০
নিবন্ধিত ইমেল: jitulohia@knjainco.com
এএফএ নং AA1/10339/02/300627/109129, এএফএ ৩০-জুন-২৭ পর্যন্ত বৈধ

তারিখ: ২২.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা

ফর্ম এ

জনসাধারণের জন্য ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৬)

মেসার্স উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

ক্র. নং	বিবরণ	নির্দিষ্ট তথ্য
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	**মেসার্স উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিগমবদ্ধ হওয়ার তারিখ	১৪/০৩/২০০১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিগমবদ্ধ/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-চেন্নাই
৪.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নং	U61100TN2001PTC046793
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	নিবন্ধিত ঠিকানা এবং প্রধান ঠিকানা- নং ৫৬/৫৭, ৩য় ফ্লোর, রাজাজি সালাই, চেন্নাই, তামিলনাড়ু, ভারত, ৬০০০০১। ব্যবসার অতিরিক্ত স্থান (জিএসটিআইএন অনুসন্ধান অনুযায়ী) চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, এর্নাকুলাম, কানপুর, দিল্লি, গুরুগ্রাম, কলকাতা।
৬.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	আদেশের তারিখ- ১৭/০৪/২০২৬ (প্রাপ্তি- ১৮/০৪/২০২৬), এনসিএলটি (কোর্ট-১) চেন্নাই অনুযায়ী
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আনুমানিক তারিখ	১৪/১০/২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কর্মরত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	শ্রী আর. ভেঙ্কটকৃষ্ণন রেজিঃ নং- IBBI/IPA-001/IP-P00115/2017-18/10250
৯.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	রাজপারিস ত্রিমেনি টাওয়ার্স, প্রথম ফ্লোর, ১৪৭, জিএন চেট্টি রোড, চেন্নাই - ৬০০ ০১৭।
১০.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা এবং ই-মেইল	মেইল আরভিকেআরভিকেঅ্যাসোসিয়েটস.কম রাজপারিস ত্রিমেনি টাওয়ার্স, প্রথম তলা, ১৪৭, জিএন চেট্টি রোড, চেন্নাই - ৬০০ ০১৭। মেইল rvk@rvkassociates.oom
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০২/০৫/২০২৬
১২.	অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিরূপিত ধারা ২১-এর উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (বি)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণি, যদি থাকে	এই পর্যায়ে প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	এই পর্যায়ে প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	(এ) সিআইআরপি দাবি ফর্মগুলি খোঁজার লিঙ্ক https://ibbi.gov.in//en/home/downloads (বি) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, চেন্নাই বেঞ্চ-১, ১৭ই এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মেসার্স উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।

মেসার্স উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা ক্র. নং ১০-এর বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে ০২/০৫/২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারবেন।

দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।

আর. ভেঙ্কটকৃষ্ণন
অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল
মেসার্স উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI/IPA-001/IP-P00115/2017-18/10250
তারিখ: ২১/০৪/২০২৬
স্থান: চেন্নাই

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-২০-২৭-২৬, তারিখ ঃ ২০.০৪.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত **প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভারব্রিজ, লিফ্ট এবং নানাবিধ কাজের জন্য ০৮ (আট)**টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-২০-২৬। কাজের বিবরণঃ** চন্দ্রকোণা রোড-চন্দ্রকোণা রোডে আপ লুপ লাইন ও প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে চন্দ্রকোণা রোডে ডাউন মেইন কাম আপ লুপ-এর সুবিধার অপসারণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১২,৩৬,০৫,৯৯৭.৫৭ টাকা। **ক্র. নং.-২। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি- এডিআরএ-২১-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** মহুদা সেটলমেন্টে রেলওয়ের জমিতে বহিরাগত দখলদারী প্রতিরোধের জন্য মোট ১৪৮৫ মিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত পুরানো ভগ্নপ্রায় সীমানাপ্রাচীর ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ জিসিইউ ক্যাম্প এলাকার পরিবর্ত হিসাবে এনএইচ-৩২এর পাশে ৮৮৫ মিটার দীর্ঘ নতুন সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৪৭,৮৮,৬৬৭.৭৭ টাকা। **ক্র. নং.-৩। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-২২-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনের ওন্দাগ্রাম স্টেশনে ৩ (তিন)টি লিফ্ট ও মধুকুণ্ডা স্টেশনে ২(দুই)টি লিফ্ট (মোট ৫টি লিফ্ট)-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৮১,৪৩,২৮৫.৬৫ টাকা। **ক্র. নং.-৪। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-২৩-২৬। কাজের বিবরণঃ** গড়বেতা (জিবিএ) স্টেশনে আপ লুপ লাইন ও আইল্যান্ড প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাউন মেইন কাম আপ লুপ সুবিধা অপসারণের জন্য উভয়প্রান্তে আপ ও ডাউন মেইন লাইন ক্রসওভার ভাঙ্গার কাজ সম্পর্কিত প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপ্রোচ রোড, প্ল্যাটফর্ম শেড, ভবন, গভীর নলকূপ ও সার্কুলেটিং এরিয়া নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১২,৯৬,৬৪,৮৩৯.৬৫ টাকা। **ক্র. নং.-৫। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-২৪-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** গড়বেতা (জিবিএ) স্টেশনে আপ লুপ লাইন ও আইল্যান্ড প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাউন মেইন কাম আপ লুপ সুবিধা অপসারণের জন্য উভয়প্রান্তে আপ ও ডাউন মেইন লাইন ক্রসওভার ভাঙ্গার কাজ সম্পর্কিত ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৯৪,০৮,২৬৮.৫২ টাকা। **ক্র. নং.-৬। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে ২০ মাসের জন্য ওআরএইচ এবং এসআরএইচ/ট্রানজিট-এ 'হসপিটালিটি সার্ভিস'-এর (দিবারাত্র) রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিস স্টিউয়ার্ডশিপ-এর অবশিষ্ট অংশ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৪৩,৮৫,৯৮১.১৯ টাকা। **ক্র. নং.-৭। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-২৬-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে বাঁকুড়া-মসাগ্রাম-এর মাঝে রেলওয়ে ব্রিজ নং ৩৪৪-এ দুই বছরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণসহ সোনার ইকো ভিত্তিক অটোম্যাটিক স্কাউয়ার মনিটারিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬,৩৫,৫৫৩.৬৮ টাকা। **ক্র. নং.-৮। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-২৭-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রায় অবস্থিত স্বর্ণ জয়ন্তী পার্ক-এর পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৯,৮৮,১৬৭.৫৫ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৮.০৫.২০২৬ বেলা ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৮ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-72)**

ময়দান

তুফানি অভিষেকের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ দিল্লির বোলিংয়ের! লক্ষ্য ২৪৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: হায়দরাবাদে ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন অভিষেক শর্মা। মাত্র ৪৭ বলে দুর্দান্ত শতরান করে তিনি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ইনিংসে আগুন ধরিয়ে দেন। শতরান পূর্ণ করার পরেও থামেননি বাঁহাতি এই ব্যাটার, বরং আরও আক্রমণাত্মক মেজাজে দিল্লির বোলারদের ওপর চাপ বাড়িয়ে দেন। তাঁর বিধ্বংসী ইনিংসের সৌজন্যে শুরু থেকেই রান তোলার গতি আকাশছোঁয়া ছিল। ফলে সানরাইজার্স সহজেই ২৪০ রানের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, অধিনায়কত্ব সামলাতে নামা ঈশান কিষাণ শুরুটা ভালো করলেও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। কিছুটা জমে ওঠার পরই তিনি আউট হয়ে ফেরেন। এতে তাঁর ব্যক্তিগত ইনিংস থেমে গেলেও দলের রানের গতি কমেনি। অভিষেককে সঙ্গ দিয়ে বাকিরাও দ্রুত রান তুলতে থাকেন।

এর আগে টসে জিতে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক অক্ষর পটেল প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। দলে একটি পরিবর্তন করে দিল্লি একাদশে নীতীশ রানাকে সুযোগ দেয়, বাদ পড়েন অকিব নবী। সানরাইজার্সও বড় ম্যাচে নিজেদের দলে কয়েকটি বদল আনে।

ম্যাচের আগে দুই দলই আত্মবিশ্বাসী অবস্থায় মাঠে নামে। সাম্প্রতিক জয় দুই শিবিরেই নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালস আগের ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে প্লে-অফের লড়াইয়ে নিজেদের ফের জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। সেই জয় দলের ড্রেসিংরুমে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে।

অন্যদিকে, সানরাইজার্সও ধীর শুরুর পর ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাজস্থান রয়্যালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে টানা দুই জয় তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। যদিও প্যাট কামিন্স এই ম্যাচে না-ও খেলতে পারেন, তবু দলের বোলিং বিভাগে নতুন মুখরা নজর কাড়ছেন। প্রফুল হিঙ্গে, সাকিব হুসেন ও শিবাং কুমার সুযোগ পেয়ে নিজেদের প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। তাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং দলের জন্য ইতিবাচক দিক।

ব্যাটিংয়ে সানরাইজার্স বরাবরই ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণাত্মক কৌশলে খেলছে। তবে ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষাণ একসঙ্গে ধারাবাহিক সাফল্য দিতে পারেননি। হেডের ফর্ম বিশেষভাবে চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

দিল্লির ব্যাটিংয়েও অভিজ্ঞদের ওপর ভরসা বেশি। কে এল রাহুল, পাথুম নিসাঙ্কা ও ট্রিস্টান স্টাবস ভালো শুরু পেলেও সেই ইনিংসকে বড় স্কোরে বদলাতে পারেননি। বোলিংয়ে মিচেল স্টার্ক না থাকলেও লুঙ্গি এনগিডি দারুণ দায়িত্ব নিয়েছেন। নিয়মিত উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি রানও নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসার।

তিন উইকেটের নাটকীয় জয়ে বাঁচল রেল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের ভিডিওকন মাঠেসোমবার সিএবি ফার্স্ট ডিভিশন লিগেরঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলিগেশন নির্ধারণী ম্যাচ ছিল।যেখানে মুখোমুখি হয়েছিলউত্তরপল্লি মিলন সংঘ এবং ইস্টার্নরেলস্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। ম্যাচের গুরুত্ব ছিলঅপরিসীম, কারণ এই লড়াইয়েরফলেই নির্ধারিত হত কোন দল ফার্স্ট ডিভিশনে টিকেথাকবে এবং কোন দল সেকেন্ড ডিভিশনে নেমে যাবে।শেষপর্যন্তরুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে তিন উইকেটের জয় তুলে নিয়ে নিজেদেরবাঁচিয়েরাখল ইস্টার্নরেল, আর হারের হতাশায়সেকেন্ড ডিভিশনে নেমে যেতে হল উত্তরপল্লি মিলন সংঘকে।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্তনেয়উত্তরপল্লি মিলন সংঘ। শুরুটামোটামুটি ভালো হলেওবড় জুটি গড়তেপারেনি তারা।

দাপুটে জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবি আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবকে ১৫৫ রানে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা নিশ্চিত করেছে তারা। দুই দিনের এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৬১ ওভারে ২৮৭ রান তোলে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত ৮৫ ওভারের ম্যাচ কমে দাঁড়ায় ৬১ ওভারে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৩২ রানে অলআউট হয়ে যায় ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব। বেহালার হয়ে ব্যাট হাতে নজর কাড়েন শুভঙ্কর সেন, তিনি করেন সর্বোচ্চ ৮৯ রান। বল হাতে সমান দাপট দেখান সুমন দে ও আকাশ রায়, দু'জনেই নেন তিনটি করে উইকেট। এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে সিসিবি ক্রিকেট ক্লাব অফ ভবানীপুরের মুখোমুখি হবে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। ক্লাবের শীর্ষকর্তা তথা সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক এই জয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি আশাবাদী, কোয়ার্টারেও জয় পাবে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

বাঁকুড়ায় অম্বর রায় অনূর্ধ্ব-১৩ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন সোনামুখীর অন্নপূর্ণা একাডেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঁকুড়ার তামলি বাঁধ স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চের চূড়ান্ত নজির গড়ল অম্বর রায় অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সিএবি অনুমোদিত বাঁকুড়া ডিএসএর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ট্রফি জিতে নিল সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমি। একেবারে শেষ মুহূর্তের উত্তেজনায় ভরা ম্যাচে তারা এক উইকেটের ব্যবধানে হারাল ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়াকে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়া ১২৩ রান তোলে। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমি শুরু থেকেই চাপে পড়লেও লড়াই ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত ৩৪তম ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান তুলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় তারা।

সিসিবি-কে হারিয়ে সেমিফাইনালে বেহালা ফ্রেন্ডস

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানটান উত্তেজনার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল, টাউন মাঠে সিএবি সেকেন্ড ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে সি-সি-বি কে ২৪ রানে পরাজিত করে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল বেহালা। এই জয়ের প্রধান কারিগর হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হলেন সুমন দে।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত লড়াকু ১৮৩ রান তুলতে সক্ষম হয় তারা। দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যানরা। সি সি বি-র বোলারদের দাপটে ১৮৩ রানেই অল-আউট হয়ে যায় বেহালা।যার মধ্যে রোহিত শর্মা সর্বাধিক ৭৪ রান করে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

মোশারফ হোসেন ● তৃণমূল প্রার্থী

মুরারইয়ে মুসলিম ভোট ভাগের দিকে তাকিয়ে বঙ্গ গেরুয়া ব্রিগেড

রিঙ্কি ঘোষ ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

বেহাল রাস্তা নিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে ভোট প্রচারে গিয়ে বিপাকে তৃণমূল প্রার্থী। ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা জনতার সামনে গাড়ি থেকে নামতেই পারেননি তিনি। তাঁদের দাবি, রাস্তা না হওয়া পর্যন্ত প্রচার করতে দেওয়া হবে না। গ্রামের বাসিন্দারা পাশাপাশি এও জানান, গত ভোটের পর থেকে পাঁচ বছর বিধায়কের দেখা পাওয়া যায়নি। ফলে খানাখন্দে ভরা রাস্তায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে।বার বার আবেদন করলেও কেউ কর্ণপাত করেননি। অথচ পাশেই গোঁড়শা এবং ডালিম্বা গ্রামের রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিধায়ককে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। হ্যাঁ, ঠিক এমনই ঘটনার সাক্ষী থেকেছে বীরভূমের মুরারই বিধানসভার মহুরাপুর পঞ্চায়েতের আবদুল্লাপুর গ্রাম। অবস্থা এমনই বেকায়দায় পৌঁছায় যে গ্রামবাসীদের দাবি মেনে প্রচার না সেরেই ফিরে যান বীরভূমের মুরারই বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মোশারফ হোসেন। এই ঘটনায় বেজায় অস্বস্তিতে মোশারফ হোসেন। তবে তিনি জানান, 'গ্রামবাসীদের দাবি ন্যায্য। রাস্তাটা হওয়ার ছিল। কেন হয়নি, বুঝতে পারছি না। ভবিষ্যতে ক্ষমতায় এলে ওই রাস্তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হবে।' তবে এই ঘটনায় কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীবুর রহমান ওরফে বাপ্পা বলেন, 'তিনি তিন ঘণ্টার বিধায়ক। বিধানসভায় তিন ঘণ্টা কাটিয়ে নিজের পেশায় মন দেন। পাঁচটি বছর এলাকার মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেননি। অথচ তাঁর দায়িত্ব ছিল রাস্তা নির্মাণের তদারকি করা। তিনি বিধায়কের দায়িত্ব নিজের এক আত্মীয়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওই আত্মীয়কে স্যালুট করলে তবে বিধায়কের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন মানুষ। তাই এখন প্রচারে বেরিয়ে পদে পদে হেনস্থা হচ্ছেন। কার্যত উনি হেরেই গিয়েছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

শুধু রাস্তাই নয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল দুর্লভ মুরারই বিধানসভা এলাকার রাজগ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়খণ্ড লাগোয়া মোহনপুর আদিবাসী গ্রামে। খরাপ্রবণ এই এলাকায় গরমে গ্রীষ্মের সময় জলের স্তর নেমে যায়। সরকারি গভীর নলকূপগুলি যেন তখন আর পাতালে জলের তল খুঁজে পায়না। চারিদিকে জলের জন্য মানুষের হাহাকার। এদিকে ওই এলাকার আদিবাসীরা বাম প্রার্থী মহম্মদ আলি রেজা মণ্ডলকে কাছে পেয়ে জানান, এই মোহনপুর গ্রামে রিগবোর আছে জল নেই। জল মিশন প্রকল্পের পাইপ লাইন বসানো আছে ট্যাপ আছে জল নেই। ফলে এই এলাকার মহিলারা খুব কষ্ট করে দূরদূরান্ত থেকে খাবার জল বয়ে নিয়ে আসেন। বার বার বিডিও অফিসে জানালেও এর স্থায়ী সমাধান হয়নি। একই ঘটনা রাজগ্রাম অঞ্চলেরও। অথচ তথ্য বলছে, জলকষ্টের কথা অনুধাবন করে এই এলাকায় জল - জীবন - মিশনের কাজ শুরু হয়েছিল বছর তিনেক আগে। পাকা রাস্তা খুঁড়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে জলের পাইপ বসানো হয়েছিল প্রশাসন থেকে। এমনকি বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের জন্য হালকা জলের ট্যাপও সংযুক্ত করা হয়েছিল। প্রশাসনের দৃষ্টি সীমানার বাইরে এই জল প্রকল্প শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বসেছে। কথা ছিল, ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে সেখান থেকে গ্রামে পাইপবাহিত জল সরবরাহ করা হবে। নিচে থেকে জল তুলতে গিয়ে নাকি জলের স্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর পাশাপাশি রাজগ্রাম পঞ্চায়েতের আম্ভুয়া গ্রামের বাসিন্দারা জানান, পানীয় জলের সমস্য সমাধানে পাইপে করে কলিতোড়া নদী থেকে জল এনে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে সরবরাহ করা হবে। পরে শোনা গেল, সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা এও জানান, রাজগ্রাম রেলগেটে পিএইচই যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, সেখান থেকেই নাকি আশেপাশের গ্রামে জল বণ্টন করা হবে। ওই প্রকল্পটি বেশ কয়েক বছর আগে চালু হলেও রাজগ্রাম বাজারে ছিটেফোঁটা জল দান করলেও আশেপাশের গ্রামে সেই জল পৌঁছায় না। আট কিলোমিটার দূর বাঁশলোই নদী থেকে এখানে পাইপ বাহিত হয়ে জল আসে। ফলে পথেই অর্ধেক জল নষ্ট হয়। কাজেই নতুন প্রকল্পটি ওই ব্যর্থ প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত করে যে জল সমস্যা মিটবে না, একথা সাধারণ মানুষ বুঝলেও প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার বুঝলেন না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, সরকারি কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হল।

পাশাপাশি মুরারই এলাকায় শিক্ষার ভিত পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গত কয়েক বছরে। শিক্ষকদের চাকরি বাতিল তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উৎসশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষকদের পছন্দের জায়গায় বিশেষত শহর এলাকায় বদলির ঘটনা। ফলে জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। কোন স্কুলে একজন বা কোথাও দু'জন শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী দিয়ে স্কুলগুলো চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে কোনও হেলদোল নেই। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ভবিষ্যতে আলোর দিশা দেখাই যাচ্ছে না। সবথেকে দুঃখজনক ঘটনা হল, নব গঠিত কোন কোন আপার প্রাইমারি স্কুলে এখনও শিক্ষক নেই। প্রাথমিক শিক্ষক বা অতিথি শিক্ষক দিয়ে সেই স্কুল চলছে। এসব দিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।

মুরারইয়ের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার উত্তর অংশে অবস্থিত মুরারই বিধানসভা কেন্দ্র। বীরভূম লোকসভা আসনের সাতটি বিধানসভার মধ্যে মুরারইও একটি। ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনার উত্তর পশ্চিমে হওয়ায় এখানকার সংস্কৃতি মিশ্র। ঝাড়খণ্ডের ভাষার প্রভাবও এখানে পরিলক্ষিত। মুরারই বিধানসভা কেন্দ্র ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালের ভোট ছাড়া এই আসনের ভোট প্রতিবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের অংশ থেকেছে। ২০০৮ সালে সীমানা নির্ধারণ কমিশনের সুপারিশ মেনে এখানকার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৬ বার ভোট হয়েছে এই কেন্দ্রে।

এক সময় মুরারই কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত টানা ৬ বার কংগ্রেস এই আসন দখল করেছিল। তার আগে তিনবার অর্থাৎ ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালে এই আসনটি জিতেছিল সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)। সিপিআইএমও জিতেছিল তিনবার। তবে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে আসনটি তাদেরই দখলে আছে। শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯৫১ এবং ১৯৬২ সালে আসনটি জিতেছিল যথাক্রমে কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি এবং বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই মুরারইতে কমবেশি সংগঠন ছিল তৃণমূলের। তবে প্রথমবার তারা বেশি ব্যবধানে জিততে পারেনি। সেবার বাম প্রার্থীকে মাত্র ৪৪০৩ ভোটে হারায় শাসকদলের প্রার্থী। ২০১৬ সালেও আসনটি ধরে রাখে তৃণমূল। আবদুর রহমান সিপিআইএম-এর আলি মর্তুজা খানের বিরুদ্ধে মাত্র ২৮০ ভোটে জেতেন। ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী করেন মোশারফ হোসেনকে। তিনি বিজেপির দেবাশিস রায়ের থেকে ৯৮,২৪৬ বেশি ভোট পেয়ে জেতেন। লোকসভা ভোটেও ওই কেন্দ্রে আধিপত্য বজায় রাখে ঘাসফুল শিবির। ২০১৯-এ ৬৯,৪০৩ এবং ২০২৪ সালে ৪৯,৮৪৩ ভোটে এগিয়ে ছিল তারা।

২০১৬ সালে মুরারই আসনে মোট ভোটার ছিলেন ২৩৪,০৫৫ জন। ২০২১ এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৩,২০০। তফসিলি ভোটার ছিল ২৮.৪২ শতাংশ, মুসলিম ভোটার ৪৮.৭৬ শতাংশ। মোট ভোটের ৯০.৫৮ শতাংশ ছিল গ্রামীণ ও বাকি শহরাঞ্চলের। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এই বিধানসভা থেকে ১৬ বারই নির্বাচিত হয়েছেন মুসলিম প্রতিনিধিরা। ভৌগোলিক দিক থেকে ব্রাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষী নদী দিয়ে ঘেরা মুরারই। এখানকার মাটি পলিমাটি। তাই কৃষি এখানকার প্রধান জীবিকা। প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান, সর্ষে, ডাল। যদিও সেচ মূলত নলকূপের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র কৃষিকাজ এখানরকার প্রধান পেশা হওয়ায় রোজগারও সীমিত। কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। সেকারণে মুসলিম ও তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ রাজ্যের নানা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে কাজ করেন। অনেকে ভিন রাজ্যেও যান। এখানকার পরিকাঠামোও সেভাবে উন্নত নয়। প্রাথমিক ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থাকলেও তা খুব সামান্য। বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যগে নানা প্রকল্পের আওতায় কোনও কোনও অঞ্চলে উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। বিশেষ করে কর্মসংস্থান এখানকার প্রধান সমস্যা। আর মুরারইয়ের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক, যেখানে শিল্প কার্যকলাপও সীমিত। কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, বিশেষ করে আদিবাসী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। এদিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রকল্পের অধীনে এই অঞ্চলে কিছু উন্নয়ন হলেও, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে এখনও প্রতিবন্ধকতা রয়েই গেছে।

২০১১ সালের পর থেকে টানা তিনবার জিতলেও মুরারই যে তৃণমূলের জন্য নিরাপদ আসন তা একেবারেই নয়। কারণ, প্রথম দু'বার খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থীরা। আবার গত লোকসভা ভোটেও এই কেন্দ্রে তাদের ভোট কমেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য দিয়ে রাখা প্রয়োজন, মুরারইয়ের কাছাকাছি বড় শহর হল রামপুরহাট। যা প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। জেলার সদর সিউড়ির এখান থেকে দূরত্ব প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। কলকাতার দূরত্ব ২২০ কিলোমিটার হলেও ঝাড়খণ্ডের পাকুড় মাত্র ৪০ কিলোমিটার ও দুমকা ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ঝাড়খণ্ড লাগোয়া হওয়ায় মুরারইয়ের অনেকের ভাষা হিন্দি। তাদের বেশিরভাগই হিন্দু। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে এদের ভোট বড়সড় নির্ণায়কের ভূমিকা নিতে পারে। এর পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের সাথে মুররাইয়ের নৈকট্য এর জনসংখ্যার গঠনেও প্রভাব ফেলেছে। এই অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে, বিশেষ করে বিহার ও ঝাড়খণ্ডে শিকড় থাকা অভিবাসী পরিবারগুলো থেকে। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে এই অংশটি ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এরা ২০২৬ সালের ফলাফল নির্ধারণে একটি নির্ণায়ক ভূমিকাও পালন করতে পারে।সব মিলিয়ে মুরারইয়ে বিজেপি আধিপত্য বাড়াচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস মাথা তুলে দাঁড়ায় তাহলে মুসলিম ভোট ভাগ হবে। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের ভোট কমার সম্ভাবনা থাকছে। তাতে সুবিধা হবে বিজেপির।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
মোশারফ হোসেন	তৃণমূল কংগ্রেস	১,৪৬,৪৯৬	৬৭.২৩ %
দেবাশিস রায়	বিজেপি	৪৮,২৫০	২২.১৪ %
আসিফ ইকবাল	কংগ্রেস	১৭,২৮৭	০৭.৯৩ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
মুরারই	২,৭৮,৬৬১	২,৬৬,৩৬৮	২,৬৬,২৭৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

শেষ প্রচার করলেন জামুড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ বিজন মুখোপাধ্যায়।

পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির হয়ে প্রচারে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

জামুরিয়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের প্রচারে ঐন্দ্রিলা সেন।

চৌরঙ্গী কেন্দ্রে জনসংযোগে ব্যস্ত বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠক।

আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটকের প্রচারে নচিকেতা চক্রবর্তী।

প্রচার শেষের দিনে ঝড় তুললেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত দোলুই।